RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

রাজমিস্ত্রি থেকে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে রাজু সূত্রধর

পৃষ্ঠা-৭

বর্ষ: ৩০, সংখ্যা: ০৪, কোচবিহার, শুক্রবার, ২০ ফেব্রুয়ারি- ০৫ মার্চ, ২০২৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১২ | Vol: 30, Issue: 04, Cooch Behar, Friday, 20 February- 05 March, 2026, Pages: 12, Rs. 3

কোচবিহারে শুরু ‘যুবসাথী’ শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: গত ১৫ ফেব্রুয়ারি রবিবার থেকে রাজ্যব্যাপী শুরু হয়েছে ‘যুবসাথী’ প্রকল্পের শিবির। এদিন কোচবিহারের উৎসব হলে এই শিবিরের সূচনা হয়। একই সঙ্গে জেলার মোট ৩৪টি স্থানে একযোগে এই শিবির চালু হয়েছে। চলবে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

রাজ্যের প্রতিটি জেলায় বিধানসভাভিত্তিক ‘যুবসাথী’ শিবির আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিটি বিধানসভা এলাকায় একটি বা দুটি করে শিবির বসছে, যেখানে সরাসরি উপস্থিত হয়ে আবেদনপত্র সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার সুযোগ মিলবে। এদিন যুবসাথী প্রকল্পের শিবির পরিদর্শনে যান কোচবিহারের জেলাশাসক রাজু মিশ্র। তিনি রবীন্দ্র ভবনে আয়োজিত শিবির ঘুরে দেখেন এবং উপস্থিত প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন। আবেদন প্রক্রিয়া যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় এবং সাধারণ মানুষ যাতে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন না হন, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশও দেন তিনি। প্রশাসনিক আধিকারিকদের পাশাপাশি শিবির পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ সাহা, ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা তৃণমূল কংগ্রেস-এর কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক-সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলররা।

জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, যুবসমাজের সুবিধার্থে এবং প্রকল্পের সুবিধা দ্রুত পৌঁছে দিতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শিবিরগুলিতে আবেদন সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

মার্চ থেকে পশ্চিমবঙ্গে মেগা অভিযান বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: বাংলায় আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে শাসকদলকে ক্ষমতাচ্যুত করতে এক বিশাল রাজনৈতিক কর্মসূচির ডাক দিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। আগামী ১ মার্চ থেকে রাজ্যজুড়ে শুরু হতে চলেছে ১০ দিনব্যাপী ‘পরিবর্তন যাত্রা’ যা পাঁচ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি পথ অতিক্রম করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে। এই ব্যাপক গণসংযোগ কর্মসূচির মাধ্যমে বিজেপির লক্ষ্য হলো রাজ্যের প্রতিটি কোণায় পরিবর্তনের বার্তা পৌঁছে দেওয়া। দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে, এই যাত্রার অঙ্গ হিসেবে মোট ৬৪টি বড় জনসভা এবং ৩০০টিরও বেশি ছোট মিছিল আয়োজন করা হবে। এই কর্মসূচির চূড়ান্ত সমাপ্তি ঘটবে মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে এক বিশাল সমাবেশের মাধ্যমে। সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উপস্থিত থেকে পরিবর্তনের ডাক দেবেন।

এই সফরে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হচ্ছে উত্তরবঙ্গের ওপর। আগামী ৫ অথবা ৬ মার্চ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরাসরি কোচবিহারে এসে পরিবর্তন যাত্রার শুভ সূচনা করতে পারেন বলে জোর জল্পনা চলছে। এর আগে ২০১৮ সালে আইনি জটিলতায় কোচবিহার থেকে রথযাত্রা বাতিল করতে হয়েছিল কিন্তু এবার সেই অধরা স্বপ্ন পূরণ করতে বদ্ধপরিকর গেরুয়া শিবির। পরিকল্পনা অনুযায়ী এই যাত্রার রথ কোচবিহার দক্ষিণ থেকে দিনহাটা সিতাই এবং শীতলকুচি হয়ে আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি পর্যন্ত পৌঁছাবে।

এই বিশাল কর্মসূচিকে সফল করতে সল্টলেকের দলীয় দপ্তরে ইতিমধ্যেই রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেছেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। নিম্নস্তরের কর্মীদের উৎসাহ দিতে এবং প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির শক্ত অবস্থান তৈরি করাই এখন দলের প্রধান কৌশল। প্রধানমন্ত্রীর সফরের সবুজ সংকেত মিললে প্রস্তুতির কাজে আরও গতি আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে ২০২৬ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে এই পরিবর্তন যাত্রা বাংলার রাজনীতিতে এক নতুন মোড় আনতে চলেছে।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এই পরিবর্তন যাত্রাকে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এক চূড়ান্ত লড়াই হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে তৃণমূল সরকার গত ১৫ বছরে গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করেছে এবং দুর্নীতি ও তোষণই এই সরকারের সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। শমীকবাবুর দাবি, ২০১১ সালে পরিবর্তনের যে স্বপ্ন নিয়ে মানুষ তৃণমূলকে এনেছিল তা আজ সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। তাই প্রশাসন ও শাসন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যেই বিজেপি এই সুপরিকল্পিত অভিযানে নেমেছে। ১ এবং ২ মার্চ রাজ্যের নয়টি পৃথক স্থান থেকে এই যাত্রা শুরু হবে। প্রথম দিনেই কোচবিহার, কৃষ্ণনগর, কুলটি, গড়বেতা এবং রায়দিঘি থেকে এই যাত্রার সূচনা করবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহ, নিতিন গড়করি, ধর্মেন্দ্র প্রধান এবং স্মৃতি ইরানির মত একাধিক নেতৃত্ব। ২ মার্চ ইসলামপুর এবং সন্দেশখালি থেকেও এই কর্মসূচির উদ্বোধন করা হবে।

মদনমোহন মন্দিরে অত্যাধুনিক পানীয় জলের মেশিন

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: ঐতিহ্য এবং আস্থার এক অনন্য কেন্দ্র কোচবিহারের মদনমোহন মন্দির। প্রতিদিন দূরদূরান্ত থেকে অসংখ্য ভক্ত মদনমোহন ঠাকুরের দর্শনে এখানে আসেন। তাঁদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে মন্দির প্রাঙ্গণে বসানো হল অত্যাধুনিক ঠান্ডা ও গরম পানীয় জলের মেশিন।

বসুন্ধরা সংস্থা এবং এসআরএমবির যৌথ সহযোগিতায় মন্দিরের ভোগ ঘরের সামনে এই মেশিনটি স্থাপন করা হয়েছে। বসুন্ধরা সংস্থার পক্ষ থেকে মিঠু বনিক জানান, ভক্তদের স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যাতে দর্শনার্থীরা সহজেই বিশুদ্ধ পানীয় জল পেতে পারেন।

বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও পূজা-অর্চনার মধ্য দিয়ে মেশিনটি উদ্বোধন করেন মন্দিরের পুরোহিত। উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে উৎসাহ ও আনন্দের পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়। মন্দিরে আগত ভক্তদের মতে, এখন থেকে তৃষ্ণার্থ দর্শনার্থীরা সহজেই ঠান্ডা কিংবা গরম জল পান করতে পারবেন। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে এই ব্যবস্থা অত্যন্ত উপকারী হবে। মন্দির কর্তৃপক্ষ ও সহযোগী সংস্থার এই মানবিক পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সকলেই।

কোচবিহার পৌরসভায় নতুন স্বাস্থ্যকেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহার পৌরসভায় যুক্ত হতে চলেছে নতুন তিনটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার পৌরসভার বোর্ড অব কাউন্সিলর মিটিংয়ে এই বিষয়টি প্রকাশ করেন পৌরপ্রধান দিলীপ সাহা। মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন উপ পৌরপ্রধান আমিনা আহমেদ, ১৬ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ও কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, সহ অন্যান্য কাউন্সিলাররা। পৌরপ্রধান দিলীপ সাহা জানান, বিভিন্ন ওয়ার্ডের বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য এক কোটি টাকার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি পৌরসভার অধীনে বিদ্যমান তিনটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পাশাপাশি আরও তিনটি নতুন কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।

মিটিংয়ে প্লাস্টিক ব্যবহারের বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১২০ মাইক্রোনের নিচের প্লাস্টিক ব্যাগ নিষিদ্ধ করা হবে। তবে বিকল্প ব্যবস্থা করতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের সহযোগিতা নেওয়া হবে। এই গোষ্ঠীদের সামগ্রী বিক্রির সুযোগও নিশ্চিত করা হবে।

ওই মিটিংয়ে বিল্ডিং প্ল্যান সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে বলে জানান জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। ছাদ না দিয়ে যদি টিন ব্যবহার করা হয়, তাহলে বাড়তি রাজস্ব দিতে হবে না, অন্যথায় নির্ধারিত অর্থ প্রদান বাধ্যতামূলক বলে জানিয়েছেন তিনি।

পঞ্চানন বর্মার ১৬১তম জন্মজয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: মহাসমারোহে কোচবিহারে পালিত হল মহান সমাজসংস্কারক, শিক্ষাবিদ ও রাজবংশী সমাজের অগ্রদূত ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার ১৬১তম জন্মদিবস। এই উপলক্ষ্যে গত ১৪ ফেব্রুয়ারি শনিবার সকালে রাসমেলা মাঠের সামনে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক সংগঠনের প্রতিনিধি, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, গণ্যমান্য নাগরিক এবং এলাকার বহু সাধারণ মানুষ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এদিনের আয়োজিত আলোচনা সভায় ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবনাদর্শ, সমাজ সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড এবং শিক্ষার প্রসারে তাঁর অসামান্য অবদানের কথা আলোচনা করা হয়। রাজবংশী সমাজকে সংগঠিত করা, আত্মমর্যাদা ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার কথাও স্মরণ করা হয়। তাঁর চিন্তাধারা ও আদর্শ আজও সমাজকে পথ দেখায় এবং নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে।

শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে আবৃত্তি ও দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশনের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচিও সংগঠিত হয়।

কোচবিহার-কলকাতা রুটে চালু লাক্সারি ভলভো বাস

দেবাশীষ চক্রবর্তী

কোচবিহার: কোচবিহার ও কলকাতার মধ্যে যাতায়াতকে আরও স্বাচ্ছন্দ্যময় ও আধুনিক করতে সম্প্রতি বেসরকারি উদ্যোগে চালু হয়েছে ‘আয়ুষ লাক্সারি’ ভলভো বাস পরিষেবা। প্রতিদিন বিকেল সাড়ে ৫টায় কোচবিহার থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে একটি লাক্সারি ভলভো বাস যাত্রা শুরু করবে। একই সময়ে কলকাতার ধর্মতলা থেকেও কোচবিহারের উদ্দেশ্যে আরেকটি বাস ছাড়বে।

নতুন এই বাস পরিষেবার মূল লক্ষ্য যাত্রীদের আরাম ও সুবিধা নিশ্চিত করা। অত্যাধুনিক এই বাসটিতে রয়েছে এয়ার কন্ডিশনিং সুবিধা এবং বায়ো টয়লেটের ব্যবস্থা। বাস কর্তৃপক্ষ জানান, এই লাক্সারি পরিষেবা চালু হওয়ার ফলে কোচবিহার-কলকাতা রুটে যাত্রীদের যাতায়াত আরও দ্রুত, নিরাপদ ও আরামদায়ক হবে। ইতিমধ্যেই কোচবিহার ও আশপাশের এলাকায় বাসটিকে কেন্দ্র করে উদ্দীপনা তুঙ্গে।

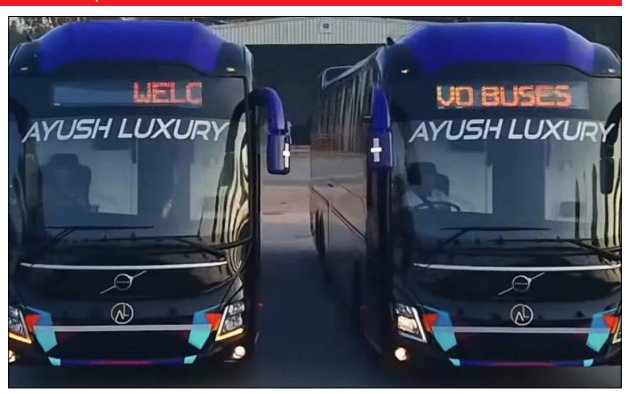

৫০ জনের মন্ত্রীসভা নিয়ে শুরু নতুন সরকারের পথচলা

নির্মল চক্রবর্তী

ঢাকা: বাংলাদেশে নতুন সরকার গঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার, ১৬ ফেব্রুয়ারি, রাজধানী ঢাকায় জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে এই সরকারের আনুষ্ঠানিক পথচলা শুরু হয়। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বেশীসংখ্যক আসন নিয়ে বিজয়ী বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠিত হয়। বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান ১১তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন তাকে শপথ পাঠ করান। এরপর নতুন সরকারের মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীরা শপথ গ্রহণ করেন।

মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন- মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সালাহউদ্দিন আহমদ, ইকবাল হাসান মাহমুদ, হাফিজ উদ্দিন আহমেদ (বীর বিক্রম), আবু জাফর মো. জাহিদ হোসেন, আব্দুল আউয়াল মিন্টু, কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসেন কায়কোবাদ, মিজানুর রহমান মিনু, নিতাই রায় চৌধুরী, খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির, আরিফুল হক চৌধুরী, জহির উদ্দিন স্বপন, আফরোজা খানম রিতা, শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, আসাদুল হাবিব দুলু, মো. আসাদুজ্জামান, জাকারিয়া তাহের, দীপেন দেওয়ান, আ ন ম এহসানুল হক মিলন, সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন, ফকির মাহবুব আনাম, শেখ রবিউল আলম। টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী হয়েছেন খলিলুর রহমান ও মোহাম্মদ আমিন উর রশীদ।

এছাড়া প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন আরো ২৪ জন। ২৫ জন মন্ত্রীসহ মোট ৫০ জনের মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর শপথগ্রহণ উপলক্ষে দেশি-বিদেশিসহ কয়েক'শ অতিথি অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত ছিলেন। এর আগে দিনের শুরুতে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরা শপথ নেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের শপথ কক্ষে তাদের শপথ অনুষ্ঠান হয়।

সাধারণত জাতীয় সংসদের স্পিকার শপথ পড়ানোর দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু গণ অভ্যুত্থান-পরবর্তী পরিস্থিতিতে সিইসি এই দায়িত্ব পালন করলেন। বিএনপির নবনির্বাচিত এমপিরা ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ হিসেবে শপথ নিলেও সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে শপথ নেননি। এরপর সংসদ সদস্য ও সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে শপথ নেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নবনির্বাচিতরা। জাতীয় সংসদ ভবনের শপথকক্ষে জামায়াতের সঙ্গে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যরাও শপথ নেন। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বেসরকারি ফলাফলে ২৯৭টি আসনের মধ্যে বিএনপি ২০৯টি এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ৬৮টি আসনে জিতেছে। এ ছাড়া জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ছয়টি আসন পেয়েছে। স্বতন্ত্র প্রার্থীরা সাতটি আসনে জয়ী হয়েছেন।

বাংলাদেশের ক্ষমতায় বিএনপি, পর্যুদস্ত জামাত

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান, শুভেচ্ছাবার্তায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী

নির্মল চক্রবর্তী

ঢাকা: বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে দীর্ঘ ২০ বছর পর চতুর্থবারের মতো সরকার গঠন করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। ২৯৭ আসনের আনুষ্ঠানিক ফলাফল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। বিএনপি একক দল হিসেবে পেয়েছে ২০৯টি আসন এবং তার সহযোগী দলগুলি পেয়েছে আরও ৩টি আসন।

অন্যদিকে, নির্বাচনের আগে বারবার ক্ষমতায় আসার দাবি করেছিল বাংলাদেশ জামাত-এ-ইসলামি। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল উল্টো ছবি। জামাত জিতেছে মাত্র ৬৮টি আসনে। জামাতের নেতৃত্বে ১১ দলের জোট পেয়েছে ৭৭টি আসন। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা শেখ হাসিনা বিরোধী আন্দোলনে অংশ নেওয়া ছাত্র নেতাদের দল এনসিপির। জামাতের সঙ্গে জোট করে ৩০ আসনে লড়েছিল তারা। মাত্র ৬টি আসনে জিততে পেরেছে এনসিপি।

বাংলাদেশে সরকার গঠনের জন্য ৩০০টি সংসদীয় আসনের মধ্যে অন্তত ১৫১টি আসনে জয় প্রয়োজন হয়। সেই হিসেবে বিএনপি এককভাবেই সরকার গঠনের সাংবিধানিক শর্ত পূরণ করেছে। বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঢাকা-১৭ ও বগুড়া-৬ উভয় আসনে বিজয়ী হয়েছেন। এবারই তিনি প্রথমবারের মতো জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেন। বিএনপির তরফে আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল, দল সরকার গঠন করলে তারেক রহমানই হবেন দেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী।

শেষবার ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করেছিল বিএনপি। দীর্ঘ ১৭ বছরের নির্বাসিত জীবনের অবসান ঘটিয়ে গত বছরের ২৫ নভেম্বর দেশে ফেরেন তারেক রহমান এবং ২৭ নভেম্বর ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হন। আটের দশকে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকেই তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। ১৯৮৮ সালে বগুড়ার গাবতলী উপজেলা বিএনপির সদস্য হিসেবে তার আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক যাত্রা শুরু। ১৯৯৩ সালে বগুড়ায় গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নেতা নির্বাচনের সংস্কৃতি চালু করে তৃণমূল রাজনীতিতে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। ২০০২ সালে তিনি দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব এবং ২০০৯ সালে সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ২০১৮ সালে খালেদা জিয়া জেলে যাওয়ার পর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং আওয়ামী লিগ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

গত ৩০ ডিসেম্বর খালেদা জিয়া মারা যান। এরপর ৯ জানুয়ারি দলের স্থায়ী কমিটি তারেক রহমানকে চেয়ারম্যান হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়।

অন্যদিকে, হেরে গেলেও এবারই প্রথমবারের মতো সংসদে প্রধান বিরোধী দল হয়েছে জামাত। অতীতে তারা বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোটের অংশ হিসেবে সরকার ও বিরোধী দলে থাকলেও এবার স্বতন্ত্রভাবে প্রধান বিরোধী শক্তির মর্যাদা পেল।

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছিল, চট্টগ্রাম-২ ও চট্টগ্রাম-৪ আসনের ফলাফল ঘোষণা স্থগিত রাখা হয়। এই দুটি আসনের ফলাফলের পরেই মূল ঘোষণা করা হয়। একটি আসনে প্রার্থীর মৃত্যু হওয়ায় সেখানে ভোটগ্রহণ হয়নি। কমিশনের সচিব আখতার আহমেদ জানান, নির্বাচনে মোট ভোট দিয়েছে ৫৯.৪৪ শতাংশ। সংসদ নির্বাচনের সঙ্গেই সংবিধান সংশোধনের জন্য বাংলাদেশে গণভোটের আয়োজন করা হয়েছিল। গণভোটে ৬০.২৬ শতাংশ নাগরিক ভোট দিয়েছে। এর মধ্যে 'হ্যাঁ' ভোট দিয়েছেন ৪ কোটি ৮০ লক্ষ ৭৪ হাজার ৪২৯ জন এবং 'না' ভোট দিয়েছেন ২ কোটি ২৫ লক্ষ ৬৫ হাজার ৬২৭ জন।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জনের পর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে ফোন করে অভিনন্দন জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুক্রবার, ১৩ নভেম্বর দুপুরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স হ্যান্ডলে তিনি একটি পোস্ট করেন। পোস্টে নরেন্দ্র মোদি লিখেছেন, 'তারেক রহমানের সঙ্গে কথা বলতে পেরে আনন্দিত। বাংলাদেশের নির্বাচনে তাঁর উল্লেখযোগ্য বিজয়ের জন্য আমি তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছি। বাংলাদেশের জনগণের প্রত্যাশা পূরণে তাঁর প্রচেষ্টার জন্য আমি শুভকামনা ও সমর্থন জানিয়েছি।' ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'গভীর ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনে আবদ্ধ দুই ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী হিসেবে, আমাদের দুই দেশের জনগণের শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে ভারতের অব্যাহত অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছি।'

নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের সব ভাইবোনকে, জনগণকে জানাই আমার শুভনন্দন, আমার আগাম রমজান মোবারক। বাংলাদেশের এই বিপুল জয়ের জন্য অভিনন্দন জানাই আমার তারেক ভাইকে, তার দলকে ও অন্যান্য দলকে। সবাই ভালো থাকুন, সুখী থাকুন। তিনি আরও বলেন, আমাদের সঙ্গে সবসময় বাংলাদেশের সুসম্পর্ক বজায় থাকবে, এটাই আমরা কামনা করি।'

Narendra Modi
@narendramodi

Delighted to speak with Mr. Tarique Rahman. I congratulated him on the remarkable victory in the Bangladesh elections.

I conveyed my best wishes and support in his endeavour to fulfil the aspirations of the people of Bangladesh.

As two close neighbours with deep-rooted historical and cultural ties, I reaffirmed India's continued commitment to the peace, progress, and prosperity of both our peoples.

ভারত এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬-এর গুরুত্বপূর্ণ ৫টি তথ্য

১. উদ্দেশ্য: প্রযুক্তির লক্ষ্য হওয়া উচিত 'সর্বজন হিতায়, সর্বজন সুখায়' বা সবার কল্যাণ।

২. সুরক্ষা: ডিপফেক ও সাইবার অপরাধ রুখতে কঠোর বৈশ্বিক নীতিমালা ও 'গ্লোবাল কম্প্যাক্ট'-এর আহ্বান।

৩. ইন্ডিয়াএআই মিশন: আইটি খাতকে কেবল সেবা নয়, এআই পণ্য তৈরিতে নেতৃত্ব দেওয়ার লক্ষ্য।

৪. অন্তর্ভুক্তি: কৃষি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় এআই ব্যবহার করে গ্রাম-শহরের বৈষম্য দূর করা।

৫. বিনিয়োগ: আগামী দুই বছরে এআই খাতে ২০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগের সম্ভাবনা।

ভারত-ফ্রান্স মৈত্রী, মুম্বই সফরে মোদি-ম্যাক্রোঁর বড় ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন

মুম্বই: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর বৈঠক ভারত-ফ্রান্স সম্পর্কের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

১৭ ফেব্রুয়ারি, মুম্বইতে আয়োজিত এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদি জানান, ভারত ও ফ্রান্সের এই বন্ধুত্ব এখন কেবল কূটনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বরং এটি একটি 'জনগণের অংশীদারিত্বে' পরিণত হয়েছে। এই সফরের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হলো 'ভারত-ফ্রান্স উদ্ভাবন বর্ষ ২০২৬'-এর সূচনা। প্রধানমন্ত্রী মোদি জোর দিয়ে বলেন যে, ভারত ও ফ্রান্সের স্টার্টআপ, ছোট শিল্প এবং গবেষণা কেন্দ্রগুলো একত্রে কাজ করলে ক্লিন এনার্জি এবং ডিজিটাল হেলথের মতো বিশ্বজনীন সমস্যাগুলোর সমাধান করা সম্ভব হবে।

এই বৈঠকে প্রতিরক্ষা ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এক বড় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ভারতে 'এয়ারবাস এইচ১২৫' হেলিকপ্টার তৈরির কারখানা উদ্বোধন করা হয়েছে, যা 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্পের এক অনন্য উদাহরণ। এছাড়া 'এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬' উপলক্ষ্যে দুই দেশ নিরাপদ ও জনকল্যাণমূলক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা 'এআই' তৈরির অঙ্গীকার নিয়েছে।

ফরাসি প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁ ভারতের সঙ্গে এই গভীর আস্থার সম্পর্কের প্রশংসা করে বলেন যে, দুই দেশ এখন কেবল পণ্য নয় বরং নতুন নতুন আইডিয়া বা বুদ্ধি আদান-প্রদান করছে। তিনি ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী ও স্টার্টআপদের মহাকাশ গবেষণা ও গ্রিন টেকনোলজির ক্ষেত্রে ফ্রান্সে কাজ করার সুযোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন।

এর আগে মুম্বইয়ের লোক ভবনে দুই নেতার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হয়। প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁ ২৬/১১ মুম্বই সন্ত্রাসী হামলার শিকারদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তাজমহল প্যালেস হোটেলে যান এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেন। এছাড়াও তিনি ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করে দুই দেশের সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনকে আরও মজবুত করেন। তিন দিনের এই সরকারি সফরে মঙ্গলবার সকালেই মুম্বই পৌঁছান প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁ।

বায়োমেডিক্যাল বর্জ্যে জিও ট্যাগিং শুরু জেলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: গ্রিন ট্রাইবিউনালের নির্দেশ মেনে এবার চিকিৎসা সংক্রান্ত বর্জ্য বা বায়োমেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনতে 'কিউআর কোড' ও 'জিও ট্যাগিং' ব্যবস্থা চালু করতে চলেছে রাজ্য সরকার।

কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালসহ জেলার অন্যান্য হাসপাতালগুলোতে এই 'লাইভ ট্র্যাকিং অফ দ্য বায়োমেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' চালুর নির্দেশ এসেছে। এই নতুন নিয়মে প্রতিটি ওয়ার্ড বা বিভাগ থেকে বের হওয়া বর্জ্যের প্যাকেটে নির্দিষ্ট কিউআর কোড স্টিকার লাগানো থাকবে। রাজ্য সরকারের নিজস্ব অ্যাপের মাধ্যমে সেই কোড স্ক্যান করলেই জানা যাবে— কোন ওয়ার্ড থেকে, কবে, ঠিক কতটা পরিমাণ বর্জ্য বের হয়েছে। এমজেএন হাসপাতালের এমএসভিপি ডাঃ সৌরদীপ রায় জানিয়েছেন, পুরো বিষয়টি নথিবদ্ধ রাখতেই এই আধুনিক উদ্যোগ এবং ইতিমধ্যেই ওয়ার্ড ইনচার্জদের দ্রুত কাজ শুরুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে এই নতুন প্রযুক্তি চালু করতে গিয়ে হাসপাতালের বর্জ্য জমার পুরনো সমস্যা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন কর্তৃপক্ষ।

মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ নির্মলকুমার মণ্ডল জানিয়েছেন, নিয়ম মেনে তিন রঙের ব্যাগে বর্জ্য আলাদা করা হলেও পুরসভা নিয়মিত আবর্জনা পরিষ্কার না করায় হাসপাতালের সামনে বর্জ্যের পাহাড় জমে যাচ্ছে। এর ফলে বায়োমেডিকেল বর্জ্য সংগ্রহের গাড়ি ভেতরে ঢুকতে পারছে না। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের আশঙ্কা, বর্জ্য অপসারণের পরিকাঠামো ঠিক না হলে কিউআর কোড বা জিও ট্যাগিংয়ের মতো আধুনিক ব্যবস্থা চালু হলেও মূল সমস্যা থেকেই যাবে। সাধারণ আবর্জনা ও বায়োমেডিকেল বর্জ্য দিনের পর দিন জমে থাকায় স্বাস্থ্যঝুঁকিও বাড়ছে।

খুঁটি পুজো দিয়ে শারদোৎসবের সূচনা বটতলা স্পোর্টিং ক্লাবের

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী বটতলা স্পোর্টিং ক্লাব তাদের প্লাটিনাম জুবিলি বর্ষ উদযাপনের শুভ সূচনা করল খুঁটি পূজার মধ্য দিয়ে। ১৬ ফেব্রুয়ারি সকালে ক্লাব প্রাঙ্গণে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ, পূজার্চনা ও মঙ্গলাচরণের মাধ্যমে এবারের দুর্গোৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়।

এবারের পূজার থিম 'আগমনী'। উদ্যোক্তাদের কথায়, মা দুর্গার আগমনের আনন্দবার্তা এবং বাঙালির চিরায়ত সংস্কৃতির আবহকে ফুটিয়ে তোলাই এবারের থিমের মূল লক্ষ্য। মণ্ডপসজ্জা, আলোকসজ্জা ও প্রতিমা নির্মাণে থাকছে আগমনী সুরের আবহ, গ্রামবাংলার ছোঁয়া এবং ঐতিহ্যের মেলবন্ধন। থিমের ভাবনায় বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে লোকসংস্কৃতি ও শারদীয় আবেগ।

খুঁটি পূজায় উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সভাপতি, সম্পাদকসহ অন্যান্য কর্তা-ব্যক্তি ও বিশিষ্ট অতিথি সহ স্থানীয়রা। প্লাটিনাম জুবিলি উপলক্ষ্যে এবছর নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচিরও আয়োজন করা হবে বলে জানিয়েছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। উৎসবকে ঘিরে ইতিমধ্যেই এলাকায় উৎসাহ-উদ্দীপনা তুঙ্গে।

বটতলা স্পোর্টিং ক্লাবের এবারের দুর্গোৎসব যে আরও বর্ণাঢ্য ও আনন্দময় হয়ে উঠবে, সেই প্রত্যাশাতেই দিন গুনছেন এলাকাবাসী।

পালকি যাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: শিরডি সাঁইবাবা-র পবিত্র পালকি যাত্রা উপলক্ষ্যে গত ১২ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার কোচবিহারে এক বিশেষ শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। সুসজ্জিত পালকিতে সাঁইবাবার প্রতিকৃতি বহন করে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে পরিক্রমা করেন ভক্তরা। শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি ও ভজন-সঙ্গীতে মুখরিত হয়ে ওঠে চারিদিক। শোভাযাত্রা ঘিরে ছিল ব্যাপক উদ্দীপনা। রাস্তার দু'ধারে ভিড় জমায় অসংখ্য মানুষ। পালকি যাত্রা শেষে আয়োজিত হয় হোমযজ্ঞ। এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠানের তত্ত্বাবধান ও পরিচালনায় ছিলেন জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক।

বানেশ্বরে ভক্তদের ঢল শিবের পূজায়

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: মহা শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে ১৫ ফেব্রুয়ারি কোচবিহারের বিভিন্ন শিবমন্দিরে ভক্তদের ব্যাপক সমাগম লক্ষ্য করা যায়। ঐতিহ্যবাহী বানেশ্বর শিব মন্দিরে সকাল থেকেই উপচে পড়ে ভক্তদের ভিড়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত ও আশেপাশের এলাকা থেকে বহু ভক্ত এদিন মন্দিরে উপস্থিত হন।

এবছর ভোর থেকেই মন্দির চত্বরে শিবলিঙ্গে জল, দুধ ও বেলপাতা অর্পণ করতে দেখা যায় ভক্তদের। অনেকেই সারাদিনের জন্য উপবাস করে ছিলেন। মন্দির প্রাঙ্গণে বিশেষ আরতি, ভজন-কীর্তন ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ভক্তদের দীর্ঘ লাইন সত্ত্বেও শৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশ বজায় ছিল। প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ও ভিড় নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। স্বেচ্ছাসেবকরাও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। স্থানীয়দের মতে, এবছরও মহা শিবরাত্রিতে ভক্তদের উৎসাহ ছিল দেখার মতো।

দিনহাটায় শিব চতুর্দশীর শোভাযাত্রায় উদয়ন গুহ

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে জনসংযোগ বাড়াতে শিবপুজোকে হাতিয়ার করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। রবিবার, ১৫ ফেব্রুয়ারি দিনহাটা শহরের সংহতি ময়দানে শিবপুজো উপলক্ষে এক বিশাল শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। মূল উদ্যোক্তা ছিলেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ।

এদিন সংহতি ময়দানে পূজাস্থল থেকে শোভাযাত্রাটি শহর পরিক্রমা করে। মন্ত্রী বলেন, "প্রতিবছরের মতো এ বছরও সংহতি ময়দানে শিবপুজোর আয়োজন হয়েছে। সেই উপলক্ষে একটি বৃহৎ শোভাযাত্রা বের করা হয় এবং তাতে প্রচুর মানুষের অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা গিয়েছে।"

দিনহাটা সংহতি ময়দানে 'নাম নেই সংঘ'-এর পরিচালনায় প্রতিবছর দিপান্বিতা কালীপুজো হয়ে থাকে। প্রায় ৫০ বছরের পুরনো এই কালীপুজোর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী প্রয়াত কমল গুহ। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র উদয়ন গুহ সেই কালীপুজোর দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। এখানেই গত কয়েক বছর ধরে শিবপুজোরও আয়োজন করা হচ্ছে। উদয়নবাবু জানান, শিবপুজো উপলক্ষ্যে সোমবার প্রায় এক হাজার মানুষের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হবে। এদিন, শোভাযাত্রা ও পূজাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আবহ একসঙ্গে মিলেমিশে যায়।

নীলকণ্ঠ দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: ১৩ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার কোচবিহারের নিউ টাউন বাজারের মাঠ সংলগ্ন আনন্দমার্গ আশ্রমে পালিত হল নীলকণ্ঠ দিবস। এদিন সকাল থেকেই আশ্রমে ভক্তদের ভিড় ছিল লক্ষ্যণীয়। 'যে তোমাকে বিষ দেয়, তাকে তুমি অমৃত দাও'- এই মানবিক আদর্শকে স্মরণে রেখে প্রতি বছরের মতো এ বছরও নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও আধ্যাত্মিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপিত হয়েছে। অনুষ্ঠান শেষে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শহরজুড়ে শাসকদলের জোরদার ভোট প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: আসন্ন ভোটের প্রস্তুতি শুরু করে দিল তৃণমূল কংগ্রেস। ভোতের দিন ঘোষণার আর হয়তো খুব বেশি দেরি নেই। এই অনুমান করেই কোচবিহার শহরের বিভিন্ন এলাকায় প্রচার কর্মসূচিতে নেমেছে শাসকদল।

সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে কোচবিহার ২ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষপল্লী এসপি ইউনিট এলাকায় দেওয়াল লিখনের কাজ শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। শুধু তৃণমূল নয়, ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ হওয়ার আগে শহর জুড়ে প্রায় সবকটি রাজনৈতিক দলই ইতিমধ্যে প্রচার শুরু করেছে।

তৃণমূল কংগ্রেসও সংগঠনকে আরও সক্রিয় করতে এবং সাধারণ মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছে দিতে শহরের বিভিন্ন দেওয়ালে দলীয় স্লোগান ও প্রচারমূলক লেখা শুরু করেছে। এদিনের দেওয়াল লিখন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেস-এর সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, কোচবিহার ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর উজ্জ্বল তর সহ দলের একাধিক নেতা-কর্মী। নেতৃত্বের উপস্থিতিতে দলীয় কর্মীরা সংগঠিতভাবে দেওয়াল লিখনের কাজ করেন।

ভোটের আগে সংগঠনকে আরও মজবুত করা এবং সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরাই এই প্রচার কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। আগামী দিনে কোচবিহার শহরের আরও বিভিন্ন ওয়ার্ডে এই ধরনের দেওয়াল লিখন ও প্রচার কর্মসূচি চালানো হবে বলেও জানানো হয়েছে। ভোট কর্মসূচিকে ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক তৎপরতা বাড়তে শুরু করেছে এবং ভোটের আগে কোচবিহার শহরের রাজনৈতিক পরিবেশ ক্রমশ সরগরম হয়ে উঠছে।

ভালোবাসা দিবসে গোলাপে রাঙা রাজনগর

দেবাশীষ চক্রবর্তী

কোচবিহার: ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইনস ডে-কে কেন্দ্র করে আবেগে ভাসল কোচবিহার। ফুলের সুবাস আর লাল গোলাপে রাঙা ভালোবাসা প্রকাশের এই দিনটি কিশোর-কিশোরী থেকে শুরু করে প্রবীণদের কাছেও সমাদৃত।

এদিন সকাল থেকেই শহরজুড়ে এক অন্যরকম ছবি দেখা যায়। কেউ প্রিয় মানুষের জন্য ফুল কিনছেন, কেউ বা একান্তে সময় কাটানোর জন্য যাচ্ছেন রেস্তোরাঁয়। ভালোবাসার মানুষটির সঙ্গে এই বিশেষ দিনটিকে একটু অন্যরকমভাবে কাটানোর আকাঙ্ক্ষাই ফুটে ওঠে সবার চোখে।

শহরের বিভিন্ন ফুলের দোকানে সকাল থেকেই ভিড় জমতে শুরু করে। গোলাপ, জারবেরা, লিলি, অর্কিড, সব ধরনের ফুলের মধ্যে লাল গোলাপের চাহিদাই ছিল এদিন সবচেয়ে বেশি।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা পেরোলেও ফুলের দোকানগুলোতে তিল ধারনের জায়গা ছিল না। সাধারণ দিনের তুলনায় এদিন লাল গোলাপের দাম অনেকটা বেশি হলেও ক্রেতারা দাম নিয়ে খুব একটা চিন্তিত হননি। এক যুবকের কথায়, ভালোবাসার দিনে প্রিয়জনের মুখে হাসি ফোটানোই আসল আনন্দ।

শুধু ফুলের দোকান নয়, শহরের রেস্তোরাঁ ও ক্যাফেগুলোও ছিল ভিড়ে ঠাসা। অনেক রেস্তোরাঁয় বিশেষ সাজসজ্জা ও মেনুর আয়োজন করা হয়। কোথাও মোমবাতির আলোয় ডিনার, কোথাও ছিল হালকা সঙ্গীতের সুরে ভালোবাসার আবহকে আরও রোম্যান্টিক করে তোলার চেষ্টা।

সব মিলিয়ে, বিশেষ এই দিনটিতে ভালোবাসার রঙে রঙিন হয়ে ওঠে গোটা শহর। শহরের প্রতিটি কোণায় ছড়িয়ে পড়ে ভালোবাসার উষ্ণতা।

সম্পাদকীয়

ভাতা'র সঙ্গে কর্মসংস্থান চাই

লক্ষ্মীর ভান্ডারের পরে 'যুবসাথী'। বর্তমান সরকারের এ যে এক মাস্টারস্ট্রোক, তা নিয়ে কারও সন্দেহ নেই। গত কয়েকদিন ধরে কোচবিহার থেকে মালদহ বা মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতা সর্বত্র যুবসাথীর জন্য আবেদনের লাইনের যে ছবি ফুটে উঠেছে তা সেই ইঙ্গিতই বহন করে। চোপড়ায় ভিড় সামলাতে পুলিশকে রীতিমতো লাঠি চার্জ করতে হয়েছে। চাঁচলে ভিড় সামলাতে হিমসিম খেয়েছেন পুলিশ কর্মীরা। যুবসাথী বেকার তরুণ-তরুণী'র জন্য ভাতা প্রকল্প। মাসে দেড় হাজার টাকা করে বেকারদের হাতে তুলে দেবে রাজ্য সরকার, যাতে তারা চাকরির ফর্মপূরণ বা সহযোগী কাজে সেই অর্থ ব্যয় করতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, কর্মসংস্থান কোথায়? লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণী পড়াশোনার পাট চুকিয়ে চাকরির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কর্মসংস্থানের জায়গা নেই। রাজ্যে নতুন করে কোনও ভারী শিল্প স্থাপন হয়নি। উত্তরবঙ্গের চিত্র তো আরও খারাপ। এই অঞ্চলে ভারী কোনও শিল্পই নেই। নামমাত্র কিছু মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প রয়েছে। তা প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য। উত্তরবঙ্গের প্রধান তিন শিল্প চা, পর্যটন ও কাঠ। একের পর এক চা বাগান বন্ধ হচ্ছে, পর্যটনে নতুন কোনও ভাবনা নেই, বনাঞ্চলের আয়তন ক্রমশ কমছে। এমন পরিস্থিতিতে ভাতার পাশাপাশি সরকারের কর্মসংস্থানের জায়গা আরও মজবুত করা জরুরি।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক: সন্দীপন পন্ডিত

কার্যকরী সম্পাদক: দেবাশীষ চক্রবর্তী

সহকারী সম্পাদক: কঙ্কনা বালো মজুমদার, দুর্গাশ্রী মিত্র, শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য, রাহুল রাউত

ডিজাইনিং ও গ্রাফিক্স : সমরেশ বসাক, ভজন সূত্রধর, শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য

বিজ্ঞাপন অধিকারিক: রাকেশ রায়

জনসংযোগ আধিকারিক: মিঠুন রায়

উদ্ভাবনের নামে কি শুধুই 'স্টিকার' বদল?

সাধারণের কাছে বিজ্ঞানের খবর কোথায়?

একটি ঝকঝকে ক্যাম্পাস, বড় বড় হোর্ডিংয়ে 'এআই-চালিত ভবিষ্যৎ' এবং ল্যাবে রাখা অসংখ্য দামী দামী দেশি-বিদেশি যন্ত্র, ব্যাস, এটুকুতেই মুগ্ধ হয়ে যান সাধারণ মধ্যবিত্ত বাবা-মায়েরা। তাঁরা ভাবেন, জীবনভরের কষ্টার্জিত উপার্জনের বিনিময়ে তাঁদের সন্তান হয়তো ভারতের পরবর্তী 'এলন মাস্ক' বা 'বিক্রম সারাভাই' হতে চলেছে। অথচ বিজ্ঞাপনের এই পর্দার আড়ালে যে পরিকাঠামোগত ঘুণ ধরা রূপটি লুকিয়ে রয়েছে, তার খোঁজ নেওয়ার ধৈর্য বা প্রয়োজন অধিকাংশ মানুষই বোধ করি এখন আর করেন না। মেধা খরচের পথে না গিয়ে স্রেফ 'কড়ি খরচ' করে বৈজ্ঞানিক মনোভাব কিনতে চাওয়ার এই 'ট্রেন্ড'ই এখন কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানকে দুর্নীতির সাহস জোগায়।

সম্প্রতি দিল্লির 'ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬'-এ এক 'দায়িত্ববান' ইউনিভার্সিটির প্যাভিলিয়নে যা ঘটেছে, তা যেন ভারতীয় বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এক কদর্য প্রতিচ্ছবি মাত্র। চিনা কোম্পানি ইউনিট্রি-এর তৈরি করা একটি রোবট, যা বিশ্বব্যপী বাজারে কিনতেই পাওয়া যায়, তাকে 'নিজেদের আবিষ্কার' বলে চালিয়ে দেওয়া কেবল চৌর্যবৃত্তি নয়, এটি ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ ও শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলেই মনে করছেন নেটিজেনরা। ২-৩ লক্ষ টাকার এই রোবটটি আন্তর্জাতিক বাজারে যে কেউ কিনতে পারেন। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া এই 'দায়িত্ববান' ইউনিভার্সিটির ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রতিনিধি অবলীলায় রোবটটিকে নিজেদের উদ্ভাবন হিসেবে প্রচার করছেন। তারপর সবকিছু সামনে আসতেই চোখের নিমেষে বদলে গিয়েছে বক্তব্য। যা কেবল একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতা নয়, বরং এটি ভারতের বর্তমান বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি চর্চার এক গভীর ক্ষতকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া।

তারপর শুরু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাফাই পর্ব। বক্তব্য, তাদের প্রতিনিধি না কি 'ভুলবশত' বা 'অতি-উৎসাহে' ভুল তথ্য দিয়েছেন। কিন্তু ভিডিওতে যা দেখা গিয়েছে, তা কোনো বিচ্ছিন্ন ভুল হতে পারে না বলেই মনে করছেন নেটিজেনরা। নেটিজেনদের বক্তব্য, এত বড় সামিটে আসার আগে কি একবারও স্পিচ ট্রায়াল হয়নি? তখন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাথায় থাকা কোনো একজন ব্যক্তিও সেই ভুল ধরে দিতে পারলেন না? নাকি এই ঘটনা পুরোটাই পরিকল্পিত? যেখানে বাণিজ্যিক সাইটে উপলব্ধ একটি ২-৩ লক্ষ টাকার রোবটকে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সেন্টার অফ এক্সিলেন্স'-এর সৃষ্টি হিসেবে দাবি করা হল, সেখানে কর্তৃপক্ষের দায়বদ্ধতা এড়ানোর কোনো জায়গাই থাকে না। শুধু রোবট নয়, সাউথ কোরিয়ান ড্রোনকেও 'নিজেদের তৈরি ড্রোন ফুটবল' হিসেবে চালানোর অভিযোগও উঠেছে তাদের বিরুদ্ধে।

কেন এমন প্রতারণা সফল হবার সম্ভাবনা থাকে? এই জালিয়াতিগুলো সফল হওয়ার প্রধান

কারণ হলো আসল উদ্ভাবনের তথ্য বা জ্ঞান জনসাধারণের কাছে না পৌঁছানো। কেন পৌঁছায় না, তার কারণ খুঁজতে গেলে আমাদের আবার সেই বেসিক কিছু সমস্যাতেই ঘুরে ফিরে আসতে হয়। যেমন ধরুন মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার অভাব বা উন্নত বৈজ্ঞানিক জার্নাল সহজলভ্য না হওয়া ইত্যাদি। ভারতের সিংহভাগ বিজ্ঞান স্পেশাল বা অ্যাকাডেমিক জার্নালে সীমাবদ্ধ। যা আবার সীমাবদ্ধ ইংরেজি ভাষার প্রাচীরে। ফলে সাধারণ মানুষ তো দূর, মফস্বলের কিছু বিশ্ববিদ্যালয়েরও অ্যাক্সেস থাকে না সেই সব ভালো জার্নালের। অন্যদিকে, মাতৃভাষায় বিজ্ঞান সাংবাদিকতার অভাবও এই 'তথ্য শূন্যতা' তৈরি করে। যদি আঞ্চলিক ভাষায় বিজ্ঞানের তথ্য সাধারণের কাছে সহজেই পৌঁছাতো, তবে হয়তো সাধারণ মানুষ সহজেই বুঝতে পারত যে ভারতের বড় বড় প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয় আর এই কংগ্লোমারেট বিজনেস ইউনিভার্সিটির মধ্যে তফাৎটা ঠিক কতখানি?

শুধু কি তাই, স্কুল স্তরের পড়াশোনাতেই বা এইসব বিষয়ে কতটা সচেতন করে তোলা হয় শিক্ষার্থীদের? কলেজগুলোতে বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষার্থীর আকাল, গবেষণায় আর্থিক সহায়তার অভাব, এই সবকিছুই তো এইরকম জালিয়াতি সফল হবার অন্যতম কিছু কারণ হয়ে ওঠে। শুধু কি বিদেশ, ভারতেরই সায়েন্স জার্নালগুলোই পৌঁছায় না গ্রামীণ বা মফঃস্বলের বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে। ইন্টারনেটের সাবস্ক্রিপশন ফি আকাশছোঁয়া। তাই যারা ইচ্ছুক তারাও এই আধুনিক গবেষণাপত্রগুলো পায় না? তথ্যের এই অসম বণ্টনই গালগোটিয়ার মতো প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুযোগ করে দেয় অন্যের জিনিসকে নিজেদের বলে চালানোর। আর দিনের পর দিন সাধারণের সঙ্গে প্রহসন করার।

এবার আসি ভারতে বিজ্ঞান সাংবাদিকদের কথায়। এই রকম পরিস্থিতি না হলে এই এআই সামিট কি আদৌ ট্রেন্ড-এ আসত? অথচ এইরকম সামিট ভারতে হচ্ছে, ব্যাঙ্গালোরের মতো জায়গায় তৈরি হচ্ছে 'এআই সিটি' এই বিষয়গুলো নিয়ে সাধারণ কাগজে লেখা থাকে কটা? উপস্থাপনই বা করা হয় কীভাবে? কেন এইসব বিষয়ে সময় খরচ করে না এখনকার মেইনস্ট্রীম মিডিয়া? কেন এআই থেকে টুকেই এআই নিয়ে তথ্য প্রকাশিত হয় বড় বড় হেডলাইনে? কেন নিম্ন স্তরের গবেষণা, বা ছোট-খাটো উদ্ভাবনকে পাত্তাই দেয় না আজকালকার কংগ্লোমারেটরা? এই সব প্রশ্ন চাপা পড়ে যায় রাজনীতির পাহাড়ে। ফলে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' আর 'এআই মিশন'-এর মতো কিছু টার্ম জানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে থাকে আজকের প্রজন্মের বৈজ্ঞানিক হয়ে ওঠার স্বপ্ন।

অথচ এই ভারতের মেধাই কিন্তু সিলিকন ভ্যালি থেকে নাসা, সর্বত্র সমাদৃত। কিন্তু ঘরের মাঠে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এই মুহূর্তে ঠিক কতটা মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ যথেষ্টই রয়েছে। সম্প্রতি এআই সামিট-এর এই কাণ্ড আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, বিজ্ঞানের আঙিনায় সততা আর কঠিন পরিশ্রম দুটোই প্রয়োজন। আর এগুলো না থাকলে তা সার্কাস হতে বেশিক্ষণ সময় নেয় না। এখন সময় এই 'ব্র্যান্ডিং'-এর পেছনে দৌড়ানো থামিয়ে আসল বিজ্ঞানের খোঁজে একটু পড়াশোনার। যতক্ষণ না আমরা 'উদ্ভাবন' এবং 'ব্যবহার'- এর পার্থক্য বুঝব, ততক্ষণ মধ্যবিত্তের বিজ্ঞান চিনা যন্ত্রের গায়ে ভারতীয় স্টিকার লাগানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

উত্তর সম্পাদকীয় ১
কলমে শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য

যাঁরা আলোর থেকে দূরে

যেই প্রসঙ্গে এই লেখা, তার মূল বিষয়টি হল 'সঠিক স্থানে সঠিক মানুষ নেই'। তা শিক্ষার ক্ষেত্রে হোক, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে হোক, কোনো সংস্থারই ক্ষেত্রে হোক অথবা সরকারি মহলে একই ধারা বয়ে চলেছে বা বয়ে চলতে দেখছি। রবীন্দ্রনাথের কথায় সেই উক্তিটি আজ চরম মাত্রায় বাস্তবায়িত, 'আমরা সবাই রাজা'! সময়ের হাত ধরে একইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে তা বাস্তবের পথে পথে। ছোটখাটো দল অথবা ক্ষমতার জেরে একেকজন রাজা হয়ে উঠেছে আজকের দিনে। জীবনধারণে তার আর দ্বিতীয় কোনো উদ্দেশ্য নেই। এই গন্ডির বাইরে যদি তার কোনো কাজ থাকে তা দুইরূপ- তার চেয়ে বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতি ঝোঁক আর অন্যদিকে তার চেয়ে নিম্নশ্রেণির প্রতি স্বৈরাচারীতা। ক্ষমতার অপব্যবহার মাত্র। আর কিছু নেই। যে কারণে আজ সমাজের চিত্র ভিন্নরূপ। অসাম্য আর রাজাকার শাসনে বন্দী। উপরিউক্ত বিষয়গুলি মাথায় রেখেই এর কয়েকটি সংক্ষিপ্ত দিক তুলে ধরা যাক।

প্রথমেই তুলে ধরি ধর্ম আর মানুষের আবেগকে কেন্দ্র করে আজকের ছোট ছোট কমিটি গঠন, সদস্য নির্বাচন এবং কর্মপদ্ধতির যে ধারা, তাতে বিশৃঙ্খলা এবং সুষ্ঠু পরিচালনার গুরুতর অভাব। সেই ক্ষেত্রে দশজনের দশ রকম মতবাদ এবং মতভেদ তো আছেই, যা মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে প্রধান বা মুখ্য ব্যক্তির ব্যক্তিগত সচেতনতা সীমিত বলেই ধার্য করা যায়। সেইসঙ্গে দলে জায়গা করে নেয় একাধিক শ্রেণির খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ। যার দরুন পোস্টারে ভুল, বাংলা বানানসংক্রান্ত ও উক্তিতে ভুল, এমনকি আয়োজনে অজস্র ভুল, যা তাদের ধারণার বাইরে এবং যা দৃষ্টিকটুও বটে। লোকচক্ষুর আড়ালে ঢেকে থাকে প্রায় সবটাই। সাজসজ্জা আর লোকদেখানো কাজের অভাব নেই অথচ ভেতরের রস ঘোলাজল মাত্র। আর এই সমস্ত আলোক থেকে দূরে থেকে যায় সেইসমস্ত মানুষ, যাঁরা প্রকৃতপক্ষেই এর আসল দাবিদার।

এর সাথে যুক্ত করতে হয় পাড়ায় পাড়ায় ফুলেফেঁপে ওঠা আজকের বেশ কিছু ক্লাব-কমিটি। যেটা প্রত্যেক পাড়া-গাঁয়ের প্রধান মস্তিষ্ক এবং শিক্ষা সংস্কৃতির মূল পীঠস্থান। কিন্তু আজকের দিনে তা অন্য অর্থে পরিচালিত হয়। তা কোনো বহির্ভূত হস্তক্ষেপেই হোক আর অন্তরঙ্গ গলাধঃকরণেই হোক, সৃষ্টি আর প্রকৃত অগ্রগতির দিকে একেবারেই সংকীর্ণমনা ঝকঝকে মানুষজন! কেবল পাকা স্তম্ভ আর সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোর ছাড়া মানবসম্পদের প্রাচুর্য লক্ষ করা যায় না মোটে। আর প্রসাদ ভোগ করে যায় অন্য গ্রহের এলিয়েন সব। ঠিক সেই কারণেই এককে টেক্কা দিয়ে মজবুতভাবে গড়ে উঠছে দুই বা তিন। সেইসব দিকেও তাদের সামান্য বিচক্ষণতা নেই।

ঠিক একইরকম অন্য সব ক্ষেত্রগুলোতেও দুর্বলকে ঢেকে অথবা ঢাল করে, একই পদ্ধতি অবলম্বন করে সিঁড়ি ধরে ভুল আসনে বসে রয়েছে আজকের সমাজকর্তারা, ছোট ছোট ব্যবসায়িকরা, রাষ্ট্রের মূল কর্মকান্ডের কর্মকর্তারাও ঠিক তাদেরই প্রতিরূপ। যা ছলে-বলে-কৌশলে আয়ত্ত করতে পারলেই সে আজকের রাজা। অথচ তার কোনোটাই দীর্ঘস্থায়ী নয়, না আসন, না ভাষণ, না লোক দেখানো এত এত সরগরম। যার আয়ু মাত্র দুইদিন এবং যে কেউ তা সহজেই মুছে ফেলতে সক্ষম। আর এ সবের বাইরেই থেকে যায় সিস্টেম বদলে ফেলা একেকটি শক্তিশালী মানুষ, সৃষ্টিশীল মানুষ, যাঁদের অবস্থান আজকের অন্ধকারে তথা মানুষের স্বাভাবিক চিন্তার বাইরে। যাঁদের ঐ সাধারণ পোস্টার নয়, ইতিহাস মনে রেখে দেয়।

উত্তর সম্পাদকীয় ২

প্রশান্ত মণ্ডল, লেখক

প্রিন্ট মিডিয়া ও লিটল ম্যাগাজিনের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা

শিলিগুড়ি: উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মালব্য মিশন টিচার ট্রেনিং সেন্টারে সম্প্রতি 'বাংলাকে জানো' শীর্ষক এক কর্মশালার অংশ হিসেবে উত্তরবঙ্গের প্রিন্ট মিডিয়া এবং লিটল ম্যাগাজিনের ঐতিহ্য ও বর্তমান গুরুত্ব নিয়ে একটি বিশেষ প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি আয়োজিত এই বিশেষ অধিবেশনটির মূল বিষয় ছিল 'উত্তরবঙ্গের মুদ্রণ মাধ্যম এবং ক্ষুদ্র পত্রিকার বিবর্তন'। মহানির্বাণ ক্যালকাটা রিসার্চ গ্রুপ, আইএলএসআর (কলকাতা) এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অধিবেশনে মূলধারার সংবাদপত্রের পাশাপাশি লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে অত্যন্ত গভীর ও তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়।

এদিনের সভায় প্যানেলিস্ট হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি কলেজের সাংবাদিকতা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডঃ আবু মনির, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস কমিউনিকেশন বিভাগের প্রধান ডঃ শুভ্রজ্যোতি কুণ্ডু, বিভিন্ন পত্র, পত্রিকার সম্পাদক ও বিশেষজ্ঞরা। সম্পূর্ণ অধিবেশনটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সঞ্চালনা করা হয়।

আলোচনার মাধ্যমে উঠে আসে উত্তরবঙ্গের লিটল ম্যাগাজিনগুলোর ঐতিহাসিক বিবর্তন এবং তাদের মতাদর্শগত ভিত্তি। বর্তমান ডিজিটাল যুগে এই ক্ষুদ্র পত্রিকাগুলোর টিকে থাকার লড়াই, পাঠকসংখ্যা এবং সম্পাদকীয় স্বাধীনতার মতো গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে বক্তারা তাঁদের সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেন।

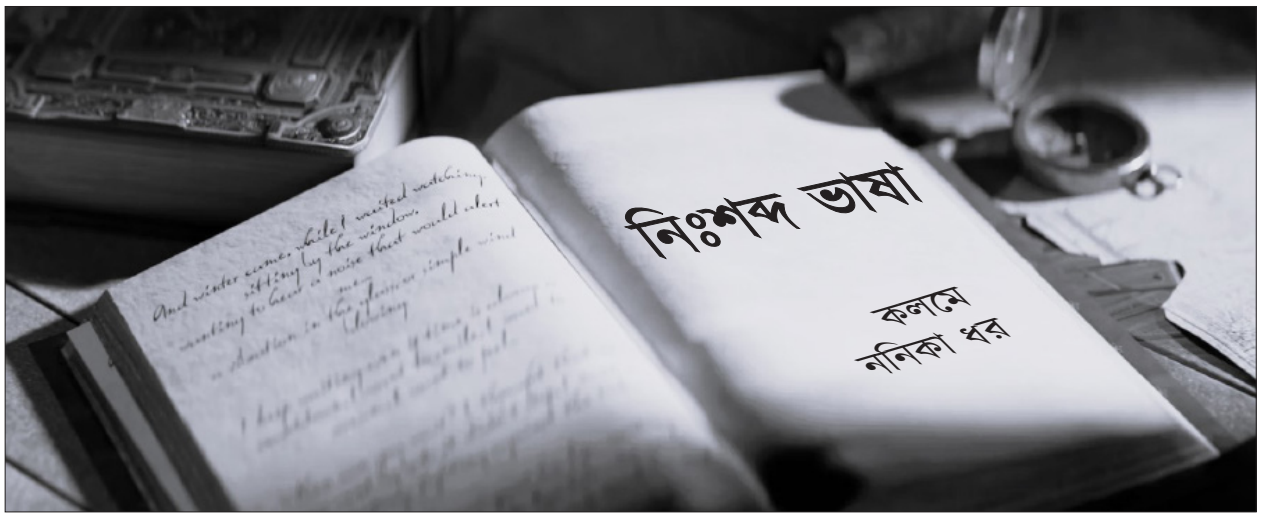

শহরের উত্তরের এক গলির শেষে পুরনো দোতলা বাড়িটি দাঁড়িয়ে আছে নিরব, ক্লান্ত ভঙ্গিতে।
বাড়ির ভেতরের ছোট্ট ঘরটি আরও নিঃসঙ্গ।
ঘরের মাঝখানে কাঠের টেবিল, তাতে ছড়িয়ে আছে কলম, কবিতার খাতা এবং একখানা হলুদ হয়ে যাওয়া খাম।
ঋদ্ধি খামটির দিকে তাকিয়ে থাকে। কাগজের সরু পাতার মতোই চোখের কোণে জমেছে শুষ্ক উত্তেজনার রেখা।
চিঠিটা তার মনকে যেদিন প্রথম চিরে দিয়েছিল, সেই রাতের পর থেকে যেন পৃথিবীতে আর কিছুই আগের মতো নেই।
ঘড়ির টিকটিক শব্দ, জানালার বাইরে হালকা বাতাস—সব মিলিয়ে নীরবতা আরও পুরু হয়ে ওঠে।
ঋদ্ধি ভেতরে ভেতরে বলে ওঠে,
"সবাই ভাবে ভালোবাসা মানে পাওয়া। কিন্তু আমি তো তাকে ভালোবেসেছিলাম নিঃস্বার্থভাবে। শুধু তার থাকার ইচ্ছা ছিল।"
চোখ বুজলেই ফিরে আসে এক অন্য জীবন—একটা সময়, যখন এই নিঃসঙ্গ ঘরটা ছিল শব্দে ভরা, স্বপ্নে ভরা, হাসিতে ভরা।
একসময় কলকাতার বইমেলা।
বসন্তের দুপুরে মানুষের ভিড়, নানান বইয়ের সারি আর পাতায় পাতায় ছড়িয়ে থাকা কবিতা।
ঋদ্ধি সেইদিন দাঁড়িয়েছিল কবিতার একটা স্টলে, নিজের খাতায় রাখা শব্দগুলো তাকে চুপিসারে ডাকছিল।
আর তখনই চোখে পড়ে অর্ণা।
তার চোখে এক অদ্ভুত জিজ্ঞাসা, ঠোঁটে হাসি, আর চুলে বাতাসের দুলুনি।
সে এগিয়ে এসে বলেছিল— "তুমি কবিতা লেখো?"
সেই প্রশ্ন যেন ঋদ্ধির শান্ত পানিতে ঢেউ জাগিয়েছিল।
অলক্ষ্যে করেও জীবনে কেউ প্রশ্ন করে না তাকে— লেখা? কবিতা? স্বপ্ন?
ঋদ্ধি লজ্জা সামলে মাথা নাড়ল।
অর্ণা খাতাটা দেখতে চাইল।
একটি কবিতা পড়ল সে—সাধারণ, সরল, কিন্তু মন ছুঁয়ে যাওয়ার মতো সত্য।
অর্ণার চোখে ঝিলিক উঠল।
এভাবেই শুরু হল তাদের দুজনের পথচলা—
সপ্তাহে সপ্তাহে দেখা, কফিশপের মাঝের টেবিল, নদীর ধারে হাঁটা।
ঋদ্ধির কবিতায় অর্ণা নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে লাগল, আর অর্ণার উপস্থিতি ঋদ্ধিকে আমূল বদলে দিতে লাগল।
কিন্তু বাস্তবতার হিসেব অন্যরকম। আলাদা ইচ্ছা, অর্ণা চেয়েছিল বড় হতে—উচ্চে উঠতে।
স্বপ্ন ছিল নিজের পায়ে দাঁড়ানো, নিজের পৃথিবী তৈরি করা।
আর ঋদ্ধি?
সে চেয়েছিল শান্ত জীবন, লেখা আর প্রেমের ছোট্ট ঘর।
দুই মানুষ, দুই দৃষ্টিভঙ্গি।
প্রথমে যা সুন্দর মনে হয়েছিল, ধীরে ধীরে তা পরিণত হল টানাপোড়েনে।
একদিন অর্ণা অসহিষ্ণু হয়ে বলল— "জীবন কি শুধু ভালোবাসায় চলে?"
তার চোখে ঝলসে উঠল হতাশা।
ঋদ্ধি নীরব ছিল।
তার নিঃশব্দ ভালোবাসা সে কখনো প্রকাশ করতে শিখেনি।
এই নীরবতাই অর্ণার কাছে একসময় অবহেলা মনে হল।
রাতে ফোনে তর্ক, ভুল বোঝাবুঝি, কান্না আর অপেক্ষা।
এক রাতে অর্ণা বলেছিল— "তুই একবারও বলিসনি আমাকে থামতে! আমি চলে যেতে চাইছিলাম, আর তুই দাঁড়িয়ে রইলি।"
ঋদ্ধি তখনও ভাবত— ভালোবাসা জোর করে পাওয়া যায় না।
যে বুঝবে, সে নিজেই থাকবে।
কিন্তু সব ভালোবাসা বোঝা হয় না।
অনেক সম্পর্কেই শব্দ প্রয়োজন হয়, আর ঋদ্ধি সেই শব্দগুলো বলতে পারেনি।
মোবাইল স্ক্রিনে শেষবার ভেসে উঠেছিল অর্ণার বার্তা— "তুই যদি শুধু বলতে— 'থেকে যা'..."
তারপর সে বার্তাটি মুছে যায়।
কিছু অনুভূতি আর ফিরে আসে না।
বিধ্বস্ত খবর
কয়েক মাস পর এক সকালে খবর আসে—
অর্ণা নেই।
জীবন নিজেই যন্ত্রণা বেছে নিয়েছে, এমনটাই সবাই বলে।
শুধু ঋদ্ধির মনে মনে ভেঙে পড়ে সবকিছু।
অর্ণা রেখে গেছে একটি চিঠি— ব্যথার সবচেয়ে ভারী রূপ।
চিঠিটি খুলে ঋদ্ধি পড়েছিল—
"আমি তোকে ভালোবাসতাম, ঋদ্ধি। কিন্তু তোর নীরবতা আমি পড়তে পারলাম না। তুই আমাকে আঁকড়ে রাখিসনি। তবু শেষ সত্যিটা— তোর মতো করে কেউ কখনো আমাকে ভালোবাসবে না।"
শব্দের ফাঁকে লুকোনো ছিল হাজারো ব্যথা, আত্মগ্লানি, অভিমান।
ঋদ্ধির জীবনে সেই মুহূর্ত থেকেই এক ফোঁটা আলোও আর ঠিকমতো ঢোকে না।
আজ বইয়ের পাতার মতোই সময় উল্টে গেছে অনেকদিন।
তবুও এই ছোট্ট ঘরে দাঁড়িয়ে ঋদ্ধি এখনো অর্ণাকে অনুভব করে।
জানালার ধারে দাঁড়ালে মনে হয়—হয়তো পাশে এখনও উষ্ণ নিশ্বাস ভাসে।
চিঠিটা সে ডায়েরির পাতার ভাঁজে রেখে দেয়।
কারণ চিঠির শব্দ শুধু কাগজে লেখা নয়—
ওগুলো তার হৃদয়ের ভেতর দাগ কেটে বসে আছে।
নিজের মনে মনে স্বীকার করে নেয় ঋদ্ধি—
"তাকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবেসেছিলাম ঠিকই।
কিন্তু সময়ের সঠিক মুহূর্তে তাকে বোঝাতে পারিনি।
এটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা।"
আর শেষ উপলব্ধিটা সবচেয়ে গভীর—
"সেদিন রাগ ও জেদ সরিয়ে যদি শুধু বলতাম—
অর্ণা, থেকে যা— হয়তো আজও সে বেঁচে থাকত।
সত্যিই, নিঃস্বার্থ ভালোবাসা সবসময় সফল হয় না।"

কবিতা

বিচ্ছেদ ও জীবন
মৃণ্ময় দাস

মনের নিচেও একটা ছেদ থাকে
কখনো আলো কখনো বা অন্ধকারের দিকে ছোটে।
একঝাঁক পাখি উড়ে যায়।
ঝরা পাতা জড়ো হয় একপাশে ।
এপারের স্বপ্নগুলো চেয়ে থাকে আকাশের দিকে,
আমি মানুষের মনে আলো দিতে থাকি।
দেখি কি করে বিচ্ছেদ হয় মনের সাথে শরীরের সাথে ।
এর মধ্যেই নিজের সঙ্গে নিজের বিচ্ছেদ হয়ে যায় অজান্তেই ।
মেঘের গায়ে ধূসর রঙ লেগে আছে।
যত্নে রাখা স্বপ্নগুলো কেউ যেন দুমড়ে মুচড়ে ফেলে দিচ্ছে নর্দমায়।
আমি নিজেকে গুটিয়ে নিতে পারি না আর শহর থেকে ।
ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ আজ সন্ধ্যেটাকে ছড়িয়ে দিয়েছে লালচে আভায় ।
আমি সেখানে সূর্যের মৃত্যু হতে দেখি ।

আবার কয়েকটা ঘণ্টার অপেক্ষা।
প্ল্যাটফর্মে ছুটে আসে ট্রেন।
নদীর মতন ছুটে যায় গতি ।
আমি আলোর দিকে তাকিয়ে
অন্ধকার হতে দেখি।

এই যে সময়ের সঙ্গে লড়াই করছ তুমি ,
নিজের সঙ্গে নিজস্বতার ,
ব্যস্ততার বুকে শহর ঘুরে তাকিয়েছে ।
জীবন আসলে একটা প্ল্যাটফর্মের সমান।
মানুষের ভিড়ে অসহায়তা কাটায়।
সবাই চলে গেলে একা হয়ে যায় ,
নিজের সাথে নিজের কাছে ।
আসলে অতীতের কোনও কল্পনা থাকতে নেই ।
বর্তমানের কাছে সবাই স্বীকার ।
ভবিষ্যৎ কাল থেকে শুরু ,
রাতে অন্ধকারের ছায়া যেভাবে তাকায়।

এই মরশুমে নিজের সঙ্গে নিজের লড়াই - শহরের সাথে মফঃস্বলের লড়াই।
নিজের কাছে জিতে গেলেই পৃথিবীকে জেতা যায়।
পরিবার আত্মীয় সমাজ - কেবল শব্দে শব্দে গাঁথা থাকে।

নিজের থেকে পৃথিবীতে আপন কেউ নেই।
জলের থেকে প্রাণের দরদ কেউ বোঝে না,
সময়ের কাছে নিজেই একটা আস্ত ঘড়ি।

নিশান
লিপিকা বর্মন

চলো এগিয়ে যাই পাহাড়ের চূড়ায়
সাম্যের নিশান লাগাতে।
তোমার আমার রক্তে গড়ে উঠুক
শ্রমিকের রক্ত পতাকা
যে পতাকা এগিয়ে নিয়ে যাবে
প্রগতির পথে ,
নিয়ে যাবে সমস্ত জ্ঞানভাণ্ডার এর পরিণতির দিকে
যে পতাকা চেনাবে প্রকৃত স্বাধীনতার রূপ
যেখানে মুক্ত আকাশের নীচে
বাধাহীন ভাবে এগিয়ে যাবে
সমস্ত শিল্পীর শিল্প সত্ত্বা।
তৈরি হবে মানুষের শ্রেষ্ঠ রূপ !

প্রতিশ্রুতি
সুভান

এই যে আমি বারবার কথার খেলাপ করি,
বারবার নিজেকেই আড়াল করি
প্রতিশ্রুতির কাছে,
তোমাকে দেওয়া সমস্ত কথাদের
আমি মৃত লাশ হয়ে পড়ে থাকতে দেখেছি।
এখন আর কথা রাখি না আমি।
সমস্ত কথারাই একদিন হারিয়ে যায়
বিগত প্রতিশ্রুতির মতো...

গুজরাট থেকে পালিয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসে পুলিশের জালে এক বাংলাদেশি

নিজস্ব প্রতিবেদন

গাজোল: জাল আধার কার্ড সহ মালদার গাজোলে ধরা পড়ল এক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। সোমবার, ১৬ ফেব্রুয়ারির রাতে গাজোল থানার পান্ডুয়া এলাকায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে টহলদারির সময় পুলিশ এক যুবককে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় কথায় একাধিক অসঙ্গতি ধরা পড়ায় তাকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে জেরার মুখে ওই যুবক স্বীকার করে যে তার নাম ফিরোজ শেখ এবং সে বাংলাদেশের জয়হাটের রসুল ফুলবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। গত বছর রমজানের ঠিক আগে সে অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিল।

পুলিশি তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, ভারতে প্রবেশের পর ফিরোজ একটি জাল আধার কার্ড তৈরি করে গুজরাটে চলে যায় এবং সেখানে নির্মাণ শ্রমিকের কাজ শুরু করে। তবে সম্প্রতি গুজরাটে ‘এসআইআর’ প্রক্রিয়ার ব্যাপক কড়াকড়ি শুরু হওয়ায় ধরা পড়ার ভয়ে সে সেখান থেকে পালিয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। ফিরোজের ধারণা ছিল, বাংলায় এই প্রক্রিয়ার কাজ প্রায় শেষের দিকে হওয়ায় এখানে আত্মগোপন করা তুলনামূলক সহজ হবে। তবে তার সেই পরিকল্পনা সফল হয়নি। গাজোল থানার পুলিশের সন্দেহ, এই রাজ্যে ফিরোজের কোনো সুসংগঠিত আশ্রয়দাতা চক্র রয়েছে যারা তাকে সাহায্য করছিল। সেই চক্রের হদিশ পেতে এবং জাল আধার কার্ড তৈরির পেছনের ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। মঙ্গলবার ধৃত ফিরোজ শেখকে মালদা আদালতে পেশ করে ১০ দিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানানো হয়েছে।

মাদক পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার বিজেপি নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: মাদক দ্রব্য পাচারের অভিযোগে কোচবিহারে গ্রেপ্তার হলেন এক বিজেপি কর্মী। ধৃতের নাম সুকুমার বর্মন। তিনি সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রের ১ নম্বর মণ্ডল সভাপতি।

পুলিশ সূত্রে খবর, ফেনসিডিল পাচারের অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপির দাবি, এটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পদক্ষেপ। কোচবিহার জেলা বিজেপি সভাপতি অভিজিৎ বর্মন এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, “নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপি কর্মীদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে। পুরোটাই রাজনৈতিক চক্রান্ত।” তিনি অভিযোগ করেন, কোচবিহার জেলা সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী উদয়ন গুহর নির্দেশেই পুলিশ এই পদক্ষেপ করেছে।

ঘটনার সূত্রপাত নিয়ে ধৃতের পরিবার ভিন্ন দাবি করেছে। সিতাই ব্লকের আদাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের শিলদুয়ার গ্রামের বাসিন্দা সুকুমার বর্মন গত ১২ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার দুপুরে হঠাৎ নিখোঁজ হন বলে জানান তাঁর স্ত্রী শিবানী বর্মন। তাঁর অভিযোগ, পুলিশ বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় তাঁর স্বামীকে। এ নিয়ে তিনি সিতাই থানায় একটি ডায়েরিও করেন।

পরে জানা যায়, মাদক পাচারের অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে পুলিশ জানিয়েছে, আইন মেনেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তদন্ত প্রক্রিয়া চলমান। এর আগেও কোচবিহারে একাধিক বিজেপি কর্মী মাদক পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছেন। এই ঘটনায় ফের সরগরম কোচবিহারের রাজনৈতিক মহল।

কোচবিহারে ‘বাংলার বাড়ি’ প্রকল্পের প্রচার ট্যাবলোর সূচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: জেলার সাধারণ মানুষের মধ্যে ‘বাংলার বাড়ি’ প্রকল্প সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ১৭ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার কোচবিহার জেলাশাসক দপ্তরের সামনে থেকে এক বিশেষ প্রচার ট্যাবলোর সূচনা করা হয়।

প্রকল্পের ব্যানার ও ফেস্টুনে সুসজ্জিত চলমান এই গাড়িটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জেলাশাসক রাজু মিশ্র এবং জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন। পতাকা নেড়ে ট্যাবলোর যাত্রা শুরু করা হয়। এই প্রচার গাড়িটি জেলার বিভিন্ন ব্লক ও পৌরসভা এলাকায় পরিভ্রমণ করবে বলে সূত্রের খবর। প্রকল্পের সুবিধা, আবেদন প্রক্রিয়া এবং যোগ্যতা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

এ প্রসঙ্গে জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন জানান, জেলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চল সব জায়গাতেই এই ট্যাবলো পৌঁছে যাবে। প্রকল্প নিয়ে যাতে কোনও ভ্রান্তি না হয় এবং প্রকৃত উপভোক্তারা যাতে সঠিকভাবে সুবিধা পান, সে বিষয়ে তৎপর প্রশাসন।

আবাস যোজনার টাকা দিতে ঢিলেমি, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: বাংলা আবাস যোজনা’র প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা উপভোক্তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে। অথচ ব্যাংক থেকে সেই টাকা দেওয়া হচ্ছে না। বুধবার এই ঘটনাকে ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়ায় তুফানগঞ্জ-১ ব্লক-এর নাককাটি গাছ গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় সংলগ্ন একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখায়। উত্তেজনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। প্রশাসন সূত্রেই জানা গিয়েছে, নাককাটি গাছ গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রায় পাঁচ হাজার বাসিন্দার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আবাস যোজনার প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা ঢুকেছে। গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় ঘেঁষা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখা থেকে টাকা তুলতে ভোর থেকেই লম্বা লাইনে দাঁড়াচ্ছেন উপভোক্তারা। অধিকাংশ উপভোক্তাই ষাটোর্ধ্ব। অভিযোগ, প্রতিদিন পঞ্চাশ জন গ্রাহকের উপর আর কাউকেই টাকা দেওয়া হচ্ছে না। তাও সেই টাকার পরিমাণ পাঁচ হাজারের বেশি নয়। ফলে পরপর লাইনে দাঁড়িয়েও খালি হাতে বাড়ি ফিরতে হচ্ছে বহু উপভোক্তাকে। পরপর চারদিন ব্যাংকে দাঁড়িয়েও টাকা না পাওয়ায় বুধবার ক্ষোভে ফেটে পড়েন উপভোক্তাদের একাংশ। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ব্যাংক শাখার ম্যানেজার বিদ্যুৎপাল বলেন, “প্রতিদিন জেলা থেকে ৫০ লাখ টাকা করে আসছে। সেই টাকায় লাইনে দাঁড়ানো ৫০ জনকে টাকা দিচ্ছি। এই মুহূর্তে টাকা না থাকায় আমরা উইথড্রল স্লিপ দিচ্ছি না। গ্রাহকদের বোঝানো হয়েছে, বিকেলে আবার টাকা আসবে, ধৈর্য ধরে লাইনে দাঁড়াতে।”

বালুরঘাট-শিলিগুড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস দাঁড়াবে রামপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন

দক্ষিণ দিনাজপুর: বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর মহকুমার রামপুর রেলস্টেশনে চালু হল বালুরঘাট-শিলিগুড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের নতুন স্টপ। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে এই স্টপের উদ্বোধন হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ও সাংসদ সুকান্ত মজুমদার, কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম সহ রেল কর্তারা এবং তপনের বিধায়ক বুধরায় টুডু। রেল সূত্রে খবর, এতদিন বালুরঘাট থেকে ছাড়ার পর ট্রেনটি সরাসরি গঙ্গারামপুরে দাঁড়াত। এবার থেকে সেটি প্রথমে রামপুর স্টেশনে এবং তারপর গঙ্গারামপুরে থামবে।

এ প্রসঙ্গে সাংসদ সুকান্ত মজুমদার বলেন, শিলিগুড়ির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ বৃদ্ধি পেলে চিকিৎসা পরিষেবা ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রধান শহর শিলিগুড়িতে উন্নত চিকিৎসা পরিকাঠামো ও একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থাকায় এই স্টপ এলাকার ছাত্রছাত্রী ও রোগীদের জন্য বড় সুবিধা বয়ে আনবে বলে দাবি করেন তিনি।

এছাড়াও তিনি স্পষ্ট বার্তা দেন, রেলকে কেন্দ্র করে কোনও ধরনের সিন্ডিকেট বা অসাধু চক্র গড়ে উঠতে দেওয়া হবে না। সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষায় কঠোর নজরদারির আশ্বাসও দেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। নতুন স্টপ চালু হওয়ায় খুশি স্থানীয়রা।

পরীক্ষায় গার্ড দিতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে একাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন

জলপাইগুড়ি: উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় গার্ড দিতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়লেন একাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার সকালে জলপাইগুড়ির বালাপাড়া এলাকায় ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ সূত্রে খবর, একটি ম্যাজিক ভ্যানে চেপে শিক্ষক-শিক্ষিকারা জলপাইগুড়ি থেকে ময়নাগুড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন। সেই সময় পিছন দিক থেকে একটি দ্রুতগতির গাড়ি এসে ম্যাজিক ভ্যানে ধাক্কা মারে। ধাক্কার জেরে ভ্যানটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার উপর উল্টে পড়ে যায়। ভ্যানের যাত্রীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন আহত হন। আহতদের প্রাথমিকভাবে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। কয়েকজনের আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য স্থানান্তর করা হয়। দুর্ঘটনার পর উত্তেজিত জনতা ধাক্কা মারা গাড়িটিতে ভাঙচুর চালায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং যান চলাচল স্বাভাবিক করে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

ইসলামপুরে যুবসাথী ক্যাম্পে জনস্রোত

নিজস্ব প্রতিবেদন

ইসলামপুর: রাজ্যজুড়ে চলছে ‘যুবসাথী’ প্রকল্পের ক্যাম্প। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার ক্যাম্পের তৃতীয় দিনে ইসলামপুর ব্লকের রামগঞ্জ গোরুহাটি মাঠে উপচে পড়ল আবেদনকারীদের ভিড়। সকাল থেকেই হাজার হাজার বেকার যুবক-যুবতী আবেদনপত্র জমা দিতে লাইনে দাঁড়ান। শিশু কোলে নিয়েও লাইনে দাঁড়িয়েছেন অনেক মহিলা। ভিড় সামলাতে অতিরিক্ত স্বেচ্ছাসেবক মোতায়েন করা হয়।

আবেদনকারীদের একাংশের অভিযোগ, ফর্ম ও প্রয়োজনীয় নথি গ্রহণ করা হলেও রেজিস্ট্রেশন নম্বর না পাওয়ায় অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এতে অনেকের মধ্যেই উদ্বেগ ছড়ায়। সাময়িক সার্ভার সমস্যার জেরে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের ইনচার্জ লতিফুর রহমান নিজে মাঠে উপস্থিত থেকে পরিস্থিতি তদারকি করেন এবং সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতা করেন। তিনি জানান, সার্ভারজনিত সমস্যার দ্রুত সমাধান করা হয়েছে। যাঁরা স্লিপ পেয়েও রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাননি, তাঁদের পরবর্তীতে রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ করে দেওয়া হবে।

এদিন যুবসাথী প্রকল্পের পাশাপাশি কৃষক বন্ধু ও লক্ষ্মীর ভান্ডার-সহ একাধিক রাজ্য প্রকল্পের আবেদনও গ্রহণ করা হয়। প্রশাসনের তৎপরতা ও স্থানীয় নেতৃত্বের সক্রিয় ভূমিকায় দিনভর কর্মব্যস্ততার মধ্যেও ক্যাম্প সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে দাবি কর্মীদের।

পরীক্ষার্থীর অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালদা: গত ১৭ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার মালদার মানিকচক ব্লকের বাকিপুর এলাকায় এক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। মৃতার নাম রিয়া মন্ডল (১৮)। মানিকচক শিক্ষা নিকেতনের ছাত্রী রিয়ার পরীক্ষা কেন্দ্র ছিল এনায়েতপুর হাই স্কুল।

পরিবার সূত্রে খবর, পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য রাত জেগে পড়াশোনা করছিলেন রিয়া। রাত প্রায় দু’টো পর্যন্ত বই নিয়ে বসেছিলেন তিনি। ভোরের দিকে বাড়ির বারান্দায় তাঁর নিথর দেহ দেখতে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। মৃতার বাবা শংকর মন্ডলের অভিযোগ, তাঁর মেয়েকে খুন করা হয়েছে। এক স্থানীয় যুবকের বিরুদ্ধে সরাসরি খুনের অভিযোগ তুলেছেন তিনি। তবে কী কারণে এই ঘটনা ঘটেছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। খুন না আত্মহত্যা, তা নিয়েই তৈরি হয়েছে জোর জল্পনা।

ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। ইতিমধ্যেই একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ঘটনার জেরে শোকের ছায়া গোটা এলাকায়।

রাজমিস্ত্রি থেকে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে

সাফল্যের শিখরে কোচবিহারের রাজু সূত্রধর

দেবাশীষ চক্রবর্তী

কোচবিহার: কঠোর পরিশ্রম আর অদম্য ইচ্ছাশক্তি থাকলে যে কোনো প্রতিকূলতাকে জয় করা সম্ভব, তা আরও একবার প্রমাণ করলেন কোচবিহারের কৃতি সন্তান রাজু সূত্রধর। পেশায় একজন সাধারণ রাজমিস্ত্রি হলেও, বর্তমানে তাঁর পরিচয় ছড়িয়ে পড়েছে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বডি বিল্ডিং প্রতিযোগিতা 'মিস্টার ফ্লেক্স ইন্ডো-ভুটান চ্যাম্পিয়নশিপে' দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে তিনি দেশ ও রাজ্যের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। রাজুর সাফল্যের ঝুলি এখানেই শেষ নয়; এর পাশাপাশি তিনি 'অল ইন্ডিয়া ডব্লিউএফএফ ইভলভ ক্লাসিক' প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। এক জন শ্রমজীবী মানুষ হয়েও রাজু যেভাবে বডি বিল্ডিংয়ের মতো ব্যয়বহুল এবং পরিশ্রমসাধ্য একটি খেলাকে বেছে নিয়েছেন এবং তাতে বিশ্বমানের সাফল্য পেয়েছেন, তা সত্যিই বিরল।

আর্থিক অনটন এবং সামাজিক নানা প্রতিবন্ধকতা রাজুর পথ আটকানোর চেষ্টা করলেও তিনি তাঁর লক্ষ্যে ছিলেন অবিচল। সারা দিন রাজমিস্ত্রির হাড়ভাঙা খাটুনির পর শরীরের ক্লান্তি ভুলে তিনি নিজেকে সঁপে দিয়েছেন জিমে। তাঁর এই সাফল্যের নেপথ্যে 'ফিটনেস জোন ইউনিসেক্স জিম' কর্তৃপক্ষ এবং তাঁর প্রশিক্ষকের অবদান অনস্বীকার্য। রাজু জানান, জিম কর্তৃপক্ষের সঠিক দিকনির্দেশনা এবং সার্বিক সহযোগিতা ছাড়া এই আন্তর্জাতিক মঞ্চে পৌঁছানো তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। রাজুর এই অসামান্য কৃতিত্বে আনন্দিত কোচবিহারের সাধারণ মানুষ। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে তাঁকে বিশেষ সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা তাঁর লড়াই ও মানসিক শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে আরও বড় সাফল্যের জন্য শুভেচ্ছা জানান।

ফিটনেস জোন ইউনিসেক্স জিমের কর্ণধার সঞ্চয়িতা সাহা আবেগপ্রবণ হয়ে বলেন, রাজুর নিরলস পরিশ্রম আর অদম্য ইচ্ছা দেখে তাঁরা অভিভূত হয়েছিলেন। তাঁরা কেবল রাজুর পাশে থেকে একটু উৎসাহ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন মাত্র এবং আশা করেন আগামী দিনে রাজু আরও সফল হবে। রাজু সূত্রধরের এই জয় কেবল একটি মেডেল প্রাপ্তি নয়, বরং তা সমাজের হাজারো লড়াকু যুবকের কাছে এক বড় অনুপ্রেরণা। তাঁর এই কৃতিত্ব স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি থাকলে অভাব কখনও প্রতিভার পথে অন্তরায় হতে পারে না।

কোচবিহারে ক্রীড়াবিদ শিশির নিয়োগীকে সম্মাননা

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংবর্ধনা প্রদানের কর্মসূচির অংশ হিসেবে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি রবিবার কোচবিহারের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ শিশির কুমার নিয়োগীকে সম্মানিত করা হয়েছে। ফুটবলসহ বিভিন্ন খেলাধুলায় দীর্ঘদিনের অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে এই সম্মান প্রদান করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরিত মানপত্র তাঁর হাতে তুলে দেন প্রাক্তন পৌরপিতা রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা থেকে আগত আই-প্যাকের কর্মকর্তারা। এছাড়াও ছিলেন ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শম্পা রায়, ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মিনতি বড়ুয়া, এবং কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

শিশির কুমার নিয়োগীর এই সম্মাননা কোচবিহারের ক্রীড়াজগতের গর্ব। তাঁর অনুপ্রেরণায় আগামী প্রজন্মও খেলাধুলায় এগিয়ে আসবে বলে মত ক্রীড়ামহলের।

টানা ১২ ম্যাচে অপরাজিত ভারত, লক্ষ্য সুপার এইট

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: বিশ্বমঞ্চে অপ্রতিরোধ্য ভারত। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জয়ের ধারা বজায় রেখে নতুন ইতিহাস গড়ল টিম ইন্ডিয়া। বুধবার, ১৮ ফেব্রুয়ারি, নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে ১৭ রানে নেদারল্যান্ডসকে হারিয়ে টানা ১২টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচে জয়ী হওয়ার অনন্য রেকর্ড গড়ল বর্তমান চ্যাম্পিয়নেরা।

এই দাপুটে পারফরম্যান্সের সুবাদে গ্রুপ পর্বের সবকটি ম্যাচ জিতে অপরাজিত থেকেই সুপার এইট পর্বে পা রাখল ভারত। দলের এই ধারাবাহিকতা ভক্তদের মনে শিরোপা ধরে রাখার আশা আরও জোরালো করেছে।

ম্যাচের শুরুতেই টসে জিতে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৯৩ রান তোলে ভারত। তবে বড় রান এলেও টপ-অর্ডারের ব্যর্থতা এ দিনও প্রকট ছিল। বিশেষ করে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের এক নম্বর ব্যাটার অভিষেক শর্মা ফের শূন্য রানে আউট হওয়ায় টিম ম্যানেজমেন্টের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। গত সাতটি ইনিংসের পাঁচটিতেই তিনি খাতা খুলতে ব্যর্থ হয়েছেন। তবে মিডল অর্ডারে মুম্বইয়ের অলরাউন্ডার শিবম দুবের বিধ্বংসী ব্যাটিং ভারতের ইনিংসকে মজবুত ভিত দেয়। মাত্র ৩১ বলে ৬৬ রানের (৪টি চার ও ৬টি ছক্কা) ঝোড়ো ইনিংস খেলেন তিনি। অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব (৩৪) ও হার্দিক পাণ্ড্যর (৩০) ছোট কিন্তু কার্যকরী অবদান ভারতকে বড় স্কোরে পৌঁছে দেয়। জবাবে ১৯৪ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে নেদারল্যান্ডস লড়াই করার চেষ্টা করলেও ভারতের পেশাদার বোলিংয়ের সামনে শেষ পর্যন্ত ৭ উইকেটে ১৭৬ রানেই থমকে যায়। জসপ্রীত বুমরাহ ও অর্শদীপ সিং শুরুতে উইকেট না পেলেও নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারিয়ে জয়ের ইচ্ছা হারিয়ে ফেলে ডাচরা। লোগান ভ্যান বিক ৩ উইকেট নিলেও তা ভারতের জয় আটকাতে পারেনি।

অন্যদিকে, এই টুর্নামেন্টে ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ নিয়ে বিতর্ক এখনও তুঙ্গে। কলম্বোর হাই-ভোল্টেজ ম্যাচে পাকিস্তানকে ৬১ রানে পর্যুদস্ত করার মাধ্যমে ভারত প্রমাণ করেছে যে মাঠের লড়াইয়ে দুই দলের মধ্যে এখন আকাশ-পাতাল পার্থক্য। পাকিস্তানের রাজনৈতিক তালবাহানা এবং মাঠের একঘেয়ে পারফরম্যান্স এই ঐতিহাসিক লড়াইয়ের জৌলুস কমিয়ে দিচ্ছে বলে মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। সব মিলিয়ে, টানা ১২ জয়ের আত্মবিশ্বাস সঙ্গী করে সুপার এইটে নামলেও ওপেনিং জুটি নিয়ে কোচ গৌতম গম্ভীরের দুশ্চিন্তা মেটানোই এখন প্রধান চ্যালেঞ্জ।

উত্তরের খেলার মাঠ থেকে

বিবেকানন্দের জয়

নিজস্ব প্রতিবেদন

তুফানগঞ্জ: তুফানগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেট লিগে নিউ প্রগতি সংঘকে ৬ উইকেটে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে বিবেকানন্দ ক্লাব। ১৪ ফেব্রুয়ারি, শনিবার সংস্থার নিজস্ব ময়দানে অনুষ্ঠিত এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে নিউ প্রগতি ২৫ ওভারে মাত্র ১০৬ রানে অল-আউট হয়ে যায়, যেখানে দলের পক্ষে রাজ সাজের ৪৪ রান করেন; তবে বল হাতে বিধ্বংসী পারফরম্যান্স দেখিয়ে ৫টি উইকেট দখল করে ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন বিবেকানন্দ ক্লাবের অমনজিৎ সিং। জবাবে ১০৭ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে বিবেকানন্দ ক্লাব ১৬ ওভারেই মাত্র ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায়, দলের পক্ষে নীলাঞ্জন রায় ২৩ রান করে জয়ে বিশেষ অবদান রাখেন। এই হারের ফলে পয়েন্টের বিচারে টুর্নামেন্টে রানার্স-আপ হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে নিউ প্রগতি সংঘকে।

জিতল সাইলেন্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন

পারডুবি: পারডুবি উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে শনিবার, ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া পারডুবি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটের উদ্বোধনী ম্যাচে ফায়ার ফ্যালকনকে ২১ রানে পরাজিত করেছে সাইলেন্ট স্ট্রাইকার। টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে সাইলেন্ট স্ট্রাইকার নির্ধারিত ১২ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ১৫৩ রানের বিশাল স্কোর খাড়া করে, যেখানে বিশাল বর্মনের ৬৬ ও প্রলয় রায়ের ৫৩ রানের বিধ্বংসী ইনিংস দুটি বড় ভূমিকা রাখে। জবাবে ১৫৪ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে ফায়ার ফ্যালকন ১২ ওভারে ৯ উইকেটে ১৩২ রানে আটকে যায়; দলের পক্ষে আশরাফুল ইসলাম ৫৫ ও অখিল সিদ্ধা ৩৬ রান করলেও তা জয়ের জন্য যথেষ্ট ছিল না।

উদ্বোধনী ম্যাচ

নিজস্ব প্রতিবেদন

শীতলকুচি: শীতলকুচি জোড়পাটকি হাইস্কুলের রিইউনিয়ন উপলক্ষে আয়োজিত ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী দিনে শনিবার দুটি পৃথক ম্যাচে জয়লাভ করেছে ২০১৯ ও ২০২১ মাধ্যমিক ব্যাচ। দিনের প্রথম ম্যাচে ২০১৯ মাধ্যমিক ব্যাচ প্রথমে ব্যাটিং করে ৬ উইকেটে ১৬৩ রান তোলে, যার জবাবে ২০২০ মাধ্যমিক ব্যাচ ৮ উইকেটে ১০৯ রানে আটকে গেলে ৫৪ রানের বড় জয় পায় ২০১৯ ব্যাচ এবং ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন পাপাই মহন্ত।

দিনের অন্য ম্যাচে ২০২২ মাধ্যমিক ব্যাচ প্রথমে ৪ উইকেটে ১১৩ রান সংগ্রহ করলেও, ২০২১ মাধ্যমিক ব্যাচ ৩ উইকেট হারিয়েই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়; এই ম্যাচে ৩৪ রানের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে ম্যাচ সেরার পুরস্কার জেতেন সুমন বর্মন।

ক্রিকেট লিগ

নিজস্ব প্রতিবেদন

তুফানগঞ্জ: তুফানগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত ক্রিকেট টুর্নামেন্টে ১৪ ফেব্রুয়ারি শনিবারের ম্যাচে চিলাখানা স্পোর্টস অ্যাকাডেমিকে ৯৫ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে নিউ প্রগতি সংঘ। সংস্থার মাঠে প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে নির্ধারিত ৩৫ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ২৪৫ রান তোলে নিউ প্রগতি, যেখানে রজত নাগের ৫৫ ও অভিদীপ্ত বসুর ৫৪ রানের ইনিংস দুটি ছিল উল্লেখযোগ্য। জবাবে ব্যাট করতে নেমে চিলাখানা স্পোর্টস অ্যাকাডেমি ৩৩.৩ ওভারে মাত্র ১৫০ রানেই অল-আউট হয়ে যায়; বল হাতে দুর্দান্ত নৈপুণ্য দেখিয়ে ৪টি উইকেট দখল করে ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন অনিমেষ অধিকারী। টুর্নামেন্টের পরবর্তী ম্যাচে রবিবার তুফানগঞ্জ বিবেকানন্দ ক্লাবের মুখোমুখি হবে জয়ী দল নিউ প্রগতি সংঘ।

অ্যালুমনাই কাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহারের জেনকিন্স অ্যালুমনাই কাপ ক্রিকেটে দাপুটে জয় পেয়েছে জেনকিন্স হেরিটেজ, টাইটান্স, মহারাজাস এবং ওয়ারিয়র। ১৫ ফেব্রুয়ারি, রবিবার দিনের প্রথম খেলায় জেনকিন্স হেরিটেজ প্রথমে ব্যাটিং করে ৯.১ ওভারে ৯০ রানে অল-আউট হলেও, তাদের বোলিং তোপে জেনকিন্স সুপার কিংস মাত্র ৩৯ রানেই গুটিয়ে যায়; ফলে ৫১ রানের বিশাল জয় পায় হেরিটেজ এবং ৭ রানে ৫ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হন স্বরূপ কুণ্ডু। দ্বিতীয় ম্যাচে জেনকিন্স নাইট রাইডার্স ১০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৬৬ রানের পাহাড় গড়লেও, জেনকিন্স টাইটান্স মাত্র ৯ ওভারেই ১ উইকেট হারিয়ে সেই লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়ে ৯ উইকেটের সহজ জয় তুলে নেয়। দিনের তৃতীয় লড়াইয়ে জেনকিন্স রয়্যালস প্রথমে ব্যাট করে ১০ ওভারে ৮ উইকেটে ৭২ রান সংগ্রহ করে, জবাবে জেনকিন্স মহারাজাস ৬.১ ওভারে মাত্র ৩ উইকেট হারিয়েই জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায়; এই ম্যাচে ৯ রানে ৪ উইকেট নিয়ে সেরা নির্বাচিত হন রানা রায়। সবশেষে, দিনের চতুর্থ তথা শেষ ম্যাচে ফোনিক্স অফ জেনকিন্স প্রথমে ১০ ওভারে ৮ উইকেটে ১১৩ রান করলে, জেনকিন্স ওয়ারিয়র ৮.৪ ওভারে মাত্র ১ উইকেট হারিয়েই জয় নিশ্চিত করে; ৩৯ রান এবং ৩ উইকেট নিয়ে এই ম্যাচের সেরা হন জয়ন্ত রায়।

ক্যান্সার সচেতনতায় মণিপাল হসপিটাল রাঙাপানির ওয়াকথন

শিলিগুড়ি: বিশ্ব ক্যান্সার দিবস উপলক্ষে শিলিগুড়িতে এক বর্ণাঢ্য ওয়াকথন বা পদযাত্রার আয়োজন করল ভারতের অন্যতম স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা মণিপাল হসপিটাল রাঙাপানি। ক্যান্সার প্রতিরোধ, দ্রুত রোগ নির্ণয় এবং সঠিক সময়ে চিকিৎসার গুরুত্ব সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়াতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়।

চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং সাধারণ মানুষ মিলিয়ে ১০০ জনেরও বেশি অংশগ্রহণকারী এই পদযাত্রায় শামিল হয়ে ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সংহতি প্রকাশ করেছেন।

৪ ফেব্রুয়ারি, বুধবার সকাল সাড়ে ৭টায় বাঘাযতীন পার্ক থেকে এই ওয়াকথন শুরু হয়ে রামকৃষ্ণ ক্লাবে গিয়ে শেষ হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মণিপাল হসপিটাল রাঙাপানির বিশিষ্ট অঙ্কোলজি বিশেষজ্ঞ ডাঃ সৌরভ গুহ এবং ডাঃ পঙ্কজ চৌধুরী। হসপিটাল ডিরেক্টর সঞ্জয় মহাপাত্র অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে ক্যান্সার প্রতিরোধের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

ডাঃ সৌরভ গুহ জানান, ভারতে প্রতি বছর ১৪ লক্ষেরও বেশি মানুষ ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। তবে আশার কথা হলো, প্রায় ৪০-৫০ শতাংশ ক্যান্সার প্রতিরোধযোগ্য এবং প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়লে ৮০-৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে রোগীকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব। নিয়মিত স্ক্রিনিং এবং ভীতি কাটিয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াই জীবন বাঁচানোর মূল চাবিকাঠি।

হসপিটাল ডিরেক্টর সঞ্জয় মহাপাত্র বলেন, "ক্যান্সার মানেই শেষ নয়। এটি একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক লড়াই যা আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে লড়তে হবে। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং স্বাস্থ্যকর জীবনধারা বজায় রাখলে ক্যান্সার জয় করা সম্ভব।" মণিপাল হসপিটাল বর্তমানে ভারতের ১৯টি শহরে ৩৮টি হাসপাতালের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সাশ্রয়ী ও উচ্চমানের চিকিৎসা প্রদান করে আসছে।

মেটা-র সচেতনতা অভিযান 'স্ক্যাম সে বাঁচো'

কলকাতা: অনলাইন স্ক্যাম বা প্রতারণা শনাক্ত করা এবং তা রিপোর্ট করার বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে মেটা আজ তাদের 'স্ক্যাম সে বাঁচো' অভিযানের নতুন এডিশন চালু করেছে।

ইন্ডিয়ান সাইবার ক্রাইম কোঅর্ডিনেশন সেন্টার (I4C) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (SEBI)-এর সহযোগিতায় এই উদ্যোগে শামিল হয়েছেন প্রখ্যাত অভিনেত্রী নীনা গুপ্তা এবং বেশ কয়েকজন জনপ্রিয় ডিজিটাল কনটেন্ট ক্রিয়েটর।

এই প্রচার অভিযানের মূল লক্ষ্য হলো ভুয়ো চাকরির প্রস্তাব, সরকারি আধিকারিক সেজে 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট' এবং অল্প সময়ে দ্বিগুণ আয়ের প্রলোভন দেখানো বিনিয়োগ সংক্রান্ত প্রতারণা সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা।

প্রচারমূলক অ্যাডে হাস্যরসের আড়ালে দেখানো হয়েছে কীভাবে প্রতারকরা জরুরি অবস্থার দোহাই দিয়ে সাধারণ মানুষকে ফাঁদে ফেলে।

সেবি (SEBI)-র চেয়ারম্যান শ্রী তুহিন কান্ত পাণ্ডে বলেন, "আর্থিক প্রতারণা রুখতে মেটা-র এই উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। বিনিয়োগের আগে নাগরিকদের অবশ্যই যাচাই করে নেওয়া উচিত যে সংস্থাটি সেবি-তে রেজিস্টার্ড কি না।" অভিনেত্রী নীনা গুপ্তা তাঁর বার্তায় বলেন, "প্রতারণা সবসময় বিপজ্জনক মনে হয় না, অনেক সময় তা বন্ধুত্বপূর্ণ ও বিশ্বাসযোগ্য শোনায়। তাই কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার আগে আমাদের প্রথমে প্রশ্ন করা এবং তথ্য যাচাই করা জরুরি।"

মেটা-র এই উদ্যোগ কেবল সচেতনতাই বাড়ায় না, বরং সাইবার অপরাধের শিকার হলে জাতীয় হেল্পলাইন নম্বর ১৯৩০-এ কল করার বার্তাও দেয়।

ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার ও ক্রিয়েটরদের সঙ্গে মেটা-র এই যৌথ প্রয়াস লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনলাইন জগতে আরও নিরাপদ থাকতে সাহায্য করবে।

কেরালা ট্যুরিজম লঞ্চ করল 'ট্রাভেল নাও, পোস্ট লেটার'

কলকাতা: কেরালা ট্যুরিজম 'ট্রাভেল নাও, পোস্ট লেটার' শুরু করছে, একটি বিশ্বব্যাপী আন্দোলন যা সচেতন ভ্রমণকে উৎসাহিত করে এবং বিশ্বের সব প্রান্তের পর্যটকদের অনলাইনে শেয়ার করার আগে সেই মুহূর্তটিকে নিজের চোখ ও মন দিয়ে অনুভব করার আহ্বান জানায়। এর মূল ভাবনাটি সহজ এবং সর্বজনীন: আগে অভিজ্ঞতা নিন, পরে শেয়ার করুন। এটি একটি স্মারক হিসেবে কাজ করে যে, ভ্রমণের সবচেয়ে অর্থবহ গল্পগুলো বলার আগে অনুভব করতে হয়, এবং কোনো কিছু প্রদর্শনের আগে সেখানে উপস্থিত থাকা বা মগ্ন হওয়া জরুরি।

'ট্রাভেল নাও, পোস্ট লেটার'-এর মাধ্যমে কেরালা ট্যুরিজম নিজেকে একজন চিন্তাশীল নেতা বা 'থট লিডার' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছে, যা বিশ্বজুড়ে ভ্রমণের ধরণ নিয়ে একটি বৃহত্তর আলোচনার সূত্রপাত ঘটিয়েছে। ভ্রমণ মানেই শুধু ছবি তুলে প্রচার করা নয়, বরং সেই মুহূর্তে সশরীরে উপস্থিত থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করা, এই আন্দোলনটি সেই বার্তাই দেয়। এটি পর্যটকদের আরও সচেতন হতে, গভীরভাবে চিন্তা করতে এবং চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে সত্যিকারের সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে। 'ট্রাভেল নাও, পোস্ট লেটার' হলো কেরালা ট্যুরিজমের একটি সোশ্যাল মিডিয়া ক্যাম্পেইন যা সচেতন ভ্রমণ এবং উপস্থিতি নির্ভর অভিজ্ঞতাকে প্রচার করে। এই ক্যাম্পেইনটি কেরালা ট্যুরিজমের অফিসিয়াল ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোতে চালানো হচ্ছে এবং এটি একটি নিবেদিত মাইক্রোসাইট https://travelnowpostlater.com/ দ্বারা সমর্থিত, যা ক্যাম্পেইনের দর্শন, কিউরেটেড কন্টেন্ট এবং আরও সচেতনভাবে ভ্রমণের উপায়গুলিকে উৎসাহিত করার সরঞ্জামকে একত্রিত করে।

কোচি-মুজিরিস বিয়েনাল ভারতের অন্যতম আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক ল্যান্ডমার্কে পরিণত হয়েছে, যা কোচিকে শিল্প-নির্ভর ভ্রমণের জন্য একটি প্রাণবন্ত গ্লোবাল ডেস্টিনেশনে রূপান্তরিত করেছে।

ফোর্ট কোচির ঐতিহাসিক এলাকা এবং এর ঐতিহ্যবাহী চত্বরগুলোর মধ্যে স্থাপিত এই বিয়েনাল সমসাময়িক শিল্পের সঙ্গে জীবন্ত ইতিহাসের এক নিরবচ্ছিন্ন মেলবন্ধন ঘটায়, যা দর্শনার্থীদের সংস্কৃতি, সৃজনশীলতা এবং স্থানিক বৈশিষ্ট্যে ভরপুর পর্যটনের এক নিমগ্ন অভিজ্ঞতা দেয়। ৩১ মার্চ পর্যন্ত চলা দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম এই সমসাময়িক শিল্প প্রদর্শনী বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিল্পী ও পর্যটকদের আকর্ষণ করে এবং শহরের ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলোকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

বেঙ্গালুরুতে বিশ্বের প্রথম 'মানবতা-কেন্দ্রিক' বি১ এআই সুপারপার্ক

কলকাতা: ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিটে ভারত১.এআই আজ বেঙ্গালুরুতে একটি 'হিউম্যানিটি-ফার্স্ট' এআই সিটি তৈরির লক্ষ্যের কথা ঘোষণা করেছে। এই শহর-ভিত্তিক গবেষণা এবং পরিকাঠামো উদ্যোগে বাস্তব পরিবেশের উপযোগী ফাউন্ডেশনাল এজেন্টিক এবং ফিজিক্যাল এআই সিস্টেমগুলোকে উন্নত করার ব্যবস্থা থাকবে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই এখন ল্যাবরেটরির পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়িয়ে বাস্তব জীবনে প্রয়োগের স্তরে পৌঁছে গিয়েছে, তাই এর নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্যতা এবং সামঞ্জস্য বজায় রাখার প্রশ্নগুলো অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠছে। এখন কেবল বড় পরিসরে নয়, বরং বাস্তব পৃথিবীর তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রমাণিত ও প্রয়োগ যোগ্য বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন।

বি১ এআই সুপারপার্ক হবে বেঙ্গালুরুর সারজাপুরে অবস্থিত ৫ লক্ষ বর্গফুটের একটি এআই রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন ক্যাম্পাস। এটি এআই মডেল ট্রেনিং, ফাইন টিউনিং এবং ইনফারেন্সের সুবিধার্থে তৈরি করা হয়েছে, যেখানে এই বছরের শেষের মধ্যে এআই স্টার্টআপ, ইউনিভার্সিটি, এআই রিসার্চ ল্যাব এবং বড় বড় গ্লোবাল ও ভারতীয় সংস্থার ১০ হাজারেরও বেশি এআই গবেষক ও উদ্ভাবকদের জন্য 'প্লাগ অ্যান্ড প্লে' স্পেসের সুবিধা চালু হবে। এই সুপারপার্ক প্রাথমিক পর্যায়ে ভারতের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান যেমন আইআইটি কানপুর, স্পার্ক, বিটস পিলানি ইত্যাদিকে একত্রিত করবে। উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটিং এবং সিমুলেশনের জন্য বিশেষভাবে তৈরি এই ক্যাম্পাসে প্রধান এআই ক্লাউড প্ল্যাটফর্মগুলোর সঙ্গে সাব-মিলি-সেকেন্ড ল্যাটেন্সিসহ ৪০০ জিবিপিএস পর্যন্ত কানেক্টিভিটি থাকবে।

আগামী ৩৬ মাসে এই উদ্যোগটি সুপারপার্কের গণ্ডি ছাড়িয়ে একটি বিস্তৃত 'এআই সিটি টেস্টবেড'-এ রূপান্তরিত হবে। ভারত১. এআই-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও উমাকান্ত সোনি বলেন, "আমরা এআই বিপ্লবের একটি সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রয়েছি। ভারত১. এআই-এর 'মুনশট ফর হিউম্যানিটি' হলো বাস্তব বিশ্বের এমন এক মৌলিক বুদ্ধিমত্তা তৈরির অঙ্গীকার যা নিরাপদ, যাচাইযোগ্য এবং মানবিক মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করবে।"

নাসিকে জেনারেল মিলস ইন্ডিয়ার উৎপাদন কেন্দ্র

কলকাতা: যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক ফরচুন ৫০০ খাদ্যপণ্য প্রস্তুতকারী সংস্থা জেনারেল মিলস ইনকর্পোরেটেডের অংশ, জেনারেল মিলস ইন্ডিয়া আজ মহারাষ্ট্রের নাসিকে একটি নতুন ম্যানুফ্যাকচারিং ফেসিলিটি উদ্বোধনের ঘোষণা করেছে। এই নতুন ও অত্যাধুনিক কারখানাটি ভারতে কোম্পানির উৎপাদনের পরিধিকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে। জেনারেল মিলস এই কারখানাটি তৈরি করতে প্রায় ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে এবং এটি নাসিকে কোম্পানির দ্বিতীয় উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে।

নাসিকের এই নতুন কারখানাটি একটি আরও দক্ষ সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে, যা পণ্য পৌঁছানোর সময় কমিয়ে আনবে এবং দেশজুড়ে পিলসবারি পণ্যের ডেলিভারি বাড়াবে। এই উন্নত সহজলভ্যতা ভারতের হাজার হাজার বেকারিকে পিলসবারির ধারাবাহিক গুণমান ব্যবহারের সুযোগ করে দেবে, যা তাদের নিজস্ব প্রবৃদ্ধি এবং সামগ্রিকভাবে বেকারি খাতের উন্নয়নে অবদান রাখবে। উৎপাদনের পরিধি বাড়ানোর পাশাপাশি, এই কারখানাটি ওই অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এটি ইতিমধ্যে উৎপাদন, লজিস্টিকস এবং সহায়তা পরিষেবা খাতে অসংখ্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছে, যা মহারাষ্ট্রের নাসিক অঞ্চলের স্থানীয় মানুষের জীবিকা এবং দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। অধিকন্তু, কাঁচামাল এবং আনুষঙ্গিক পরিষেবার বর্ধিত চাহিদা স্থানীয় সরবরাহকারী এবং ব্যবসার প্রবৃদ্ধিতে গতি সঞ্চার করবে।

"নাসিকে আমাদের নতুন কারখানা উদ্বোধনের মাধ্যমে দেশজুড়ে পিলসবারি পণ্যের ডেলিভারি বাড়াতে পেরে আমরা অত্যন্ত গর্বিত," বলেছেন জেনারেল মিলস-এর গ্লোবাল এমার্জিং মার্কেটস-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর বালকি রাধাকৃষ্ণন। "১৯৯৯ সাল থেকে আমাদের পিলসবারি ব্র্যান্ড ভারতে সুস্বাদু, গুণমানসম্পন্ন এবং সুবিধাজনক বেকিং মিক্স সরবরাহ করে আসছে। এই সম্প্রসারণ আমাদের গ্রাহক এবং বেকারি অংশীদারদের আরও ভালোভাবে, দ্রুতগতিতে এবং বৃহত্তর পরিসরে পরিষেবা দিতে সাহায্য করবে।"

আইসিআইসিআই নিয়ে এলো প্রু স্মার্টকিড ৩৬০-এর সুরক্ষা

শিলিগুড়ি: আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্স নিয়ে এসেছে আইসিআইসিআই প্রু স্মার্টকিড ৩৬০, যা একটি দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয় প্রকল্প। এটি গ্রাহকদের তাদের সন্তানের ভবিষ্যতের আর্থিক প্রয়োজনগুলো গ্যারান্টিড বেনিফিট বা নিশ্চিত সুবিধার মাধ্যমে পরিকল্পনা করতে সাহায্য করে।

আইসিআইসিআই প্রু স্মার্টকিড ৩৬০ প্রকল্পের মাধ্যমে সন্তানের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে যেমন, স্কুলের শিক্ষার জন্য, উচ্চশিক্ষা বা কর্মজীবন শুরুর লক্ষ্য পূরণে 'মানিব্যাক' বা আগে থেকে নির্ধারিত অর্থ পাওয়া যাবে। বিশেষ বিষয় হলো, গ্রাহকরা কিস্তির টাকা বা পে-আউট হিসেবে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ অথবা বাড়তি অর্থ বেছে নিতে পারবেন।

এই লঞ্চ সম্পর্কে বলতে গিয়ে আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্স-এর চিফ প্রোডাক্ট অফিসার বিকাশ গুপ্ত বলেন, "সন্তানের ভবিষ্যৎকে আর্থিকভাবে সুরক্ষিত করার প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখেই আইসিআইসিআই প্রু স্মার্টকিড ৩৬০ ডিজাইন করা হয়েছে। মানিব্যাক সুবিধার পাশাপাশি, পলিসির মেয়াদ শেষে গ্রাহকরা এককালীন ম্যাচিউরিটি বেনিফিট পাবেন, যা সন্তানের লক্ষ্য পূরণ করতে সাহায্য করবে।"

এই প্রোডাক্টের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ইনবিল্ট 'ওয়েভার অফ প্রিমিয়াম' বা প্রিমিয়াম মকুবের ব্যবস্থা এবং সুবিধার ধারাবাহিকতা। বিমা করেছেন যিনি, সেই ব্যক্তির আকস্মিক মৃত্যু হলেও এটি সন্তানের ভবিষ্যৎ রক্ষা করবে। এই সুবিধার আওতায়, ভবিষ্যতের সমস্ত প্রিমিয়াম মকুব করে দেওয়া হয়, নমিনিকে লাইফ কভারের টাকা দিয়ে দেওয়া হয় এবং পলিসির অন্যান্য সুবিধাগুলোও বজায় থাকে। ফলে সন্তানের লক্ষ্য পূরণে কোনো বাধা আসবে না। মূল সুবিধাগুলোর পাশাপাশি আইসিআইসিআই প্রু স্মার্টকিড ৩৬০-এ 'ফ্যামিলি ইনকাম বেনিফিট'-এর মতো ঐচ্ছিক সুবিধার অপশনও থাকছে। এটি বিমাকৃত ব্যক্তির অকাল মৃত্যুতে পরিবারকে নিয়মিত আয়ের যোগান দিয়ে আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করবে।

মার্স-এর নতুন ম্যানেজিং ডিরেক্টর মনীশ সিয়াগ

কলকাতা: আজ মার্স ইনকর্পোরেটেড ভারতে তাদের পেট নিউট্রিশন বিভাগের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে মনীশ সিয়াগকে নিয়োগ করার কথা ঘোষণা করেছে। মনীশ এখন থেকে এই ব্যবসার নেতৃত্ব দেবেন। মার্সের অধীনে রয়েছে দেশের সবচেয়ে বিশ্বস্ত এবং এগিয়ে থাকা কিছু পেট ফুড ব্র্যান্ড, যেমন পেডিগ্রি®, হুইসকাস®, শেবা®।

মনীশের দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে এফএমসিজি সেক্টরে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি হিন্দুস্তান ইউনিলিভার লিমিটেড (এইচইউএল) এবং জিএসকে কনজিউমার হেলথকেয়ারের সিনিয়র সেলিং লিডের ভূমিকা পালন করেছেন। মনীশ ২০২৪ সালে মার্সে চিফ সেলস অফিসার হিসেবে যোগদান করেন। আইআইএম লখনউ-এর প্রাক্তন ছাত্র মনীশ একজন দুর্দান্ত শক্তিশালী জননেতা হিসেবে পরিচিত। তার মধ্যে রয়েছে উচ্চ-কার্যক্ষমতা সম্পন্ন দল গঠনের পাশাপাশি ব্যবসাকে স্কেল করার দক্ষতা। নতুন দায়িত্বে মনীশ ভারতের বাজারের জন্য বিশেষ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। নিয়োগ প্রসঙ্গে মনীশ সিয়াগ বলেন, "ভারতে পেট ফুডের বাজার বর্তমানে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আশা করা হচ্ছে, আগামী এক দশকের মধ্যে এই বিভাগটি ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছাবে। আমাদের মূল লক্ষ্য: 'পোষা প্রাণীদের জন্য একটি সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলা'।"

মনীশ, সলিল মূর্তির জায়গায় এসেছেন। সলিল বর্তমানে মার্স পেট নিউট্রিশনের 'এন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন' বিভাগের গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন। লন্ডনে অবস্থিত মার্স পেট নিউট্রিশনের গ্লোবাল সদর দপ্তর থেকে সলিল কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদী রূপান্তরের এজেন্ডা বাস্তবায়নে কাজ করবেন। তার মূল লক্ষ্য হবে নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক সক্ষমতা জোরদার করা এবং সহজ, দ্রুত ও ভবিষ্যৎ-মুখী অপারেটিং মডেল তৈরির মাধ্যমে ব্যবসার প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মীদের পেনশন বিতরণে মনোনীত আইডিবিআই ব্যাংক

শিলিগুড়ি: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য সরকারি কর্মী ও তাঁদের পরিবারের পেনশন বিতরণের জন্য মনোনীত করা হয়েছে আইডিবিআই ব্যাংককে। এর মাধ্যমে রাজ্যে ব্যাংকের সরকারি ব্যাংকিং পরিষেবার ক্ষেত্রটি আরও শক্তিশালী হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গত ৯ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তি (নং ১৩৩-এফ(ওয়াই)) অনুযায়ী, রাজ্য সরকার এবং আইডিবিআই ব্যাংকের মধ্যে এই মর্মে একটি মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই অনুমোদনের ফলে আইডিবিআই ব্যাংক এখন থেকে পেনশন অ্যাকাউন্ট খোলা এবং কলকাতা মেট্রোপলিটান এলাকা ও রাজ্যের বিভিন্ন ট্রেজারির মাধ্যমে পেনশন ও ফ্যামিলি পেনশন বিতরণের বিশেষ অধিকার লাভ করল।

এই উদ্যোগের ফলে পেনশনভোগীরা আইডিবিআই ব্যাংকেরর বিস্তৃত শাখা নেটওয়ার্ক এবং উন্নত গ্রাহক পরিষেবার সুবিধা পাবেন যা তাঁদের জীবনযাত্রাকে আরও সহজ করবে। প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গের ২৩টি জেলা জুড়ে বিস্তৃত ৬৪টি শাখাকে পেনশন বিতরণের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। কলকাতার প্রধান এলাকাগুলোর মধ্যে এসপ্ল্যানেড, শেক্সপীয়র সরণি, পার্ক স্ট্রিট, গড়িয়াহাট, শ্যামবাজার, দমদম এবং বাঁশদ্রোণীসহ ১৬টি শাখা এই তালিকায় রয়েছে।

কলকাতার বাইরেও রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে পরিষেবা পৌঁছে দিতে বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, সিউড়ি, বহরমপুর, বর্ধমান, দুর্গাপুর, পুরুলিয়া এবং বারাসাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, কোচবিহার, দিনহাটা এবং রায়গঞ্জেও এই পরিষেবা মিলবে। এছাড়া দক্ষিণবঙ্গের হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর, হলদিয়া এবং জঙ্গলমহলের ঝাড়গ্রামের মতো এলাকাগুলোকেও প্রথম পর্যায়ের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে আইডিবিআই ব্যাংক প্রবীণদের আর্থিক পরিষেবা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

নিহারের নতুন মিউজিক ট্র্যাক 'ফিট চুল, হিট চুল'

কলকাতা: ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় এফএমসিজি কোম্পানি মারিকো লিমিটেড, তাদের জনপ্রিয় ব্র্যান্ড 'নিহার ন্যাচারালস'-এর নতুন ডিজিটাল ক্যাম্পেইন "ফিট চুল, হিট চুল"-এর অংশ হিসেবে একটি অরিজিনাল মিউজিক ট্র্যাক প্রকাশ করেছে। পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধ সঙ্গীত ঐতিহ্য থেকে অনুপ্রাণিত এই ক্যাম্পেইনটি সংস্কৃতি এবং আধুনিক হেয়ার কেয়ার বা চুলের যত্নের কথা বলে। সঙ্গীতের সার্বজনীন ভাষার মাধ্যমে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ঘন চুলের সৌন্দর্য উদযাপন করাই এর লক্ষ্য।

পূর্ব ভারতের এক নম্বর হেয়ার অয়েল ব্র্যান্ড হিসেবে নিহার ন্যাচারালস দীর্ঘকাল ধরে গ্রাহকদের আত্মবিশ্বাস ও স্টাইলকে গুরুত্ব দিয়ে আসছে। মারিকো লিমিটেড-এর সিএমও বিক্রম কারওয়াল বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে সঙ্গীত হলো আবেগ ও শক্তির বহিঃপ্রকাশ। 'ফিট চুল, হিট চুল' গানের মাধ্যমে আমরা চুলের সুস্থতাকে একটি সাংস্কৃতিক রূপ দিয়েছি। বাংলার স্থানীয় শিল্পীদের তৈরি এই গানটি কেবল একটি প্রচার নয়, বরং একটি আন্দোলন।"

এই ট্র্যাকে কণ্ঠ দিয়েছেন বাংলার প্রতিভাবান শিল্পী মৃন্ময় এমএস এবং শ্রেয়া বসু। ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর ও অভিনেত্রী রুক্মিণী মৈত্র এবং বিশিষ্ট ইনফ্লুয়েন্সাররা এই ক্যাম্পেইনের প্রচারে অংশ নেবেন। রিলস এবং শর্ট-ভিডিও প্ল্যাটফর্মের কথা মাথায় রেখেই গানটি তৈরি করা হয়েছে।

টনিক ওয়ার্ল্ড ওয়াইড-এর পরিকল্পনায় তৈরি এই ক্যাম্পেইনটি মূলত জেন-জি প্রজন্মের চাহিদাকে গুরুত্ব দেয়। টনিক ওয়ার্ল্ডওয়াইড-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা উন্মেষা ভট্টাচার্য জানান, মিউজিকের মাধ্যমে চুলের সুস্থতাকে একটি 'সোশ্যাল কারেন্সি' বা সামাজিক পরিচয়ে রূপান্তর করাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য।

সম্প্রতি নিহার ন্যাচারালস বাজারে তাদের নতুন তিনটি ভ্যারিয়েন্ট নিয়ে এসেছে— কোকোনাট রোজমেরি, কোকোনাট অ্যালমন্ড এবং কোকোনাট অ্যালোভেরা হেয়ার অয়েল। আধুনিক উপাদান এবং ঐতিহ্যের মিশ্রণে তৈরি এই পণ্যগুলো সমকালীন চুলের যত্নে এক নতুন মাত্রা যোগ করবে।

প্রোটিনেক্স নিয়ে এলো #NoChairDare ক্যাম্পেইন

কলকাতা: ভারতের অন্যতম বিশ্বস্ত পুষ্টি ব্র্যান্ড প্রোটিনেক্স নিয়ে এসেছে #NoChairDare ক্যাম্পেইন। এটি একটি দেশব্যাপী আন্দোলন যা ভারতীয়দের তাদের পেশীর শক্তি পরীক্ষা করতে উৎসাহিত করে তোলে। এই ক্যাম্পেইনের উদ্দেশ্য একটি সাধারণ 'ওয়াল-সিট' চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে অলস জীবনধারা এবং প্রোটিনের অভাবে বাড়তে থাকা রোগ সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা।

এই ক্যাম্পেইনটি সোশ্যাল মিডিয়া এবং ইনস্টাগ্রামে @protinexin লাইভ করা হয়েছে। এখানে অংশগ্রহণকারীদের গড়ে ২৭ সেকেন্ড (মহিলা) এবং ৩৪ সেকেন্ড (পুরুষ) ওয়াল-সিট পজিশনে থাকতে বলা হয়েছে। এটি দৈনন্দিন পেশী শক্তির ক্ষমতা বোঝার একটি সহজ পরীক্ষা। যারা এই চ্যালেঞ্জটি করতে সফল হয়েছেন, তাদের পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। আর যাদের এটি করতে সমস্যা হচ্ছে, তাদের প্রতিদিনের প্রোটিন গ্রহণ এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

এই আন্দোলনকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে প্রোটিনেক্স ইতিমধ্যেই ২৫ জন পরিচিত ডিজিটাল ক্রিয়েটর এবং ফিটনেস ইনফ্লুয়েন্সারদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। ক্যাম্পেইনের ফিল্মে এবং ইউজারদের তৈরি কন্টেন্টগুলোতে একটি সহজ সত্য তুলে ধরা হয়েছে। অনেক ভারতীয় মনে করেন তাদের প্রতিদিনের খাবার প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করে, কিন্তু তাদের পেশীর শক্তি অন্য কথা বলে। স্বাস্থ্য এবং ফিটনেস নিয়ে আগ্রহ বাড়লেও, ভারতীয় প্রাপ্তবয়স্করা তাদের প্রতিদিনের শক্তির মাত্র ৯-১১% প্রোটিন থেকে পান, যার প্রধান কারণ কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা সমৃদ্ধ খাবার। প্রোটিনেক্স প্রতিদিনের প্রোটিনের ঘাটতি মেটাতে সাহায্য করে। এর একটি সার্ভিং-এ প্রায় ৪০% পর্যন্ত দৈনন্দিন প্রোটিনের চাহিদা পূরণ হয়। বিসিএএ সমৃদ্ধ এর হাই-কোয়ালিটির প্রোটিন মিক্স পেশীর শক্তি এবং দৈনন্দিন জীবনীশক্তি বজায় রাখতে সাহায্য করে। এই ক্যাম্পেইন সম্পর্কে ড্যানোন ইন্ডিয়ার মার্কেটিং ডিরেক্টর মিস প্রিয়াঙ্কা ভার্মা বলেন, "#NoChairDare ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে আমরা জনসাধারণকে প্রতিদিনের পুষ্টির চাহিদা পূরণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সচেতন করে চলেছি। আর সেই উদ্যোগে গতি আনতে 'প্রোটিনেক্স' প্রোটিন গ্রহণকে একটি সহজ এবং দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত করছে।"

কলকাতার অ্যাকোয়াটিকা মাতাবে রয়্যাল স্ট্যাগ বুমবক্স

কলকাতা: কলকাতার বুকে সুর, গেমিং এবং এক অনন্য অভিজ্ঞতার মেলবন্ধন ঘটাতে প্রস্তুত 'রয়্যাল স্ট্যাগ বুমবক্স'। আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে কলকাতার অ্যাকোয়াটিকা গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এই মেগা মিউজিক্যাল ফেস্টিভ্যাল। 'লিভিং ইট লার্জ' ভাবধারাকে সঙ্গী করে এই আয়োজনটি জেনারেশন লার্জ-এর অরিজিনাল সাউন্ড হিসেবে নিজেকে তুলে ধরবে।

এই বছরের বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকছেন বলিউডের জনপ্রিয় গায়ক আরমান মালিক এবং হিপ-হপ তারকা ডিনো জেমস। এছাড়াও থাকছে বাংলা রক ব্যান্ড 'ফসিলস'। ডিজে সাহিল গুলাটি এবং পায়েল ধারের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠানটি এক অনন্য মাত্রা পাবে। মঞ্চের গানের পাশাপাশি উৎসব প্রাঙ্গণে থাকছে অত্যাধুনিক গেমিং জোন এবং সমসাময়িক পপ সংস্কৃতির সম্ভার। ২১ ফেব্রুয়ারি দুপুর ৩টে থেকে অনুষ্ঠান শুরু হবে। এই মেগা ইভেন্টের টিকিট পাওয়া যাচ্ছে জনপ্রিয় অনলাইন প্ল্যাটফর্ম স্কিলবক্স-এ।

সনি লিভ-এ 'জ্যাজ সিটি'-র প্রিমিয়ার আগামী ১৯ মার্চ

কলকাতা: আগামী ১৯ মার্চ 'জ্যাজ সিটি' প্রিমিয়ার করতে চলেছে সনি লিভ। ১৯৭১ সালের কলকাতার প্রেক্ষাপটে তৈরি এই গল্পে শহরের পুরনো আভিজাত্যের সঙ্গে মেশানো হয়েছে এক অস্থির সময়ের গল্প। একটি জ্যাজ ক্লাবের ছায়ায় গড়ে ওঠা এই সিরিজটি রাজনৈতিক অশান্তি এবং আত্মপরিচয় জাগিয়ে তোলার পটভূমিতে তৈরি, যা সঙ্গীত, রহস্য এবং মানসিক দ্বন্দ্বের মেলবন্ধন ঘটায়। এই গল্পে রাতের বাতাসে সুর ভেসে বেড়ায়, শব্দ জন্ম দেয় বিপ্লবের, এবং জটিল সম্পর্কের সমীকরণ আনুগত্য, প্রতিরোধ ও নীরবতার কঠোর মাশুল গুনে এগিয়ে চলে।

গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে জিমি, এমন একজন মানুষ যিনি সব সময় দ্বন্দ্ব-সংঘাত থেকে দূরে থাকতে পছন্দ করেন। কিন্তু একসময় তিনি এমন এক জগতের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন, যেখানে প্রতিটি সিদ্ধান্তের পরিণামই কঠিন। ইতিহাস যখন সাহসের দাবি করে, তখন কি সে এগিয়ে যাবে? সৌমিক সেনের সৃষ্টি, রচনা ও পরিচালনায় এবং স্টুডিও ৯ ও স্টুডিওনেক্সট-এর প্রযোজনায় এই সিরিজে অভিনয় করেছেন আরিফিন শুভ, সৌরসেনী মৈত্র, শান্তনু ঘটক, অনিরুদ্ধ গুপ্ত, সায়নদীপ সেন, শ্রেয়া ভট্টাচার্য, শাতাফ ফিগার, আলেকজান্দ্রা টেলর এবং অমিত সাহা। https://www.instagram.com/reel/DU0eW6lCFh5/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D ট্রেলার দেখতে এই ওয়েবসাইটে যান।

দিল্লির এআই সামিট-এ ১২০ মার্কিন সিইও

কলকাতা: ভারতের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই খাতের বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে আজ রাজধানী দিল্লিতে পা রাখলেন ১২০ জন মার্কিন সিইও-দের এক শক্তিশালী প্রতিনিধি দল। অ্যাডোবি-র শান্তনু নারায়ণ, ফেডেক্স-এর রাজ সুব্রহ্মণ্যম এবং মাইক্রোসফ্ট-এর ব্র্যাড স্মিথের মতো বিশ্বখ্যাত নেতৃত্বের এই সফর ভারতের প্রযুক্তিগত ইতিহাসে এক মাইলফলক হতে চলেছে।

আগামী পাঁচ বছরে মাইক্রোসফ্ট, অ্যামাজন ও গুগল ভারতে এআই এবং ডেটা সেন্টার পরিকাঠামোয় মোট ৬৭.৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা করেছে।

ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক আয়োজিত এই পাঁচ দিনব্যাপী 'ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট'-এ ৩৫,০০০ অংশগ্রহণকারী এবং ৫০টিরও বেশি দেশের মন্ত্রী উপস্থিত থাকছেন। এই সম্মেলনে মার্কিন প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছে ইউএস-ইন্ডিয়া স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ ফোরাম (USISPF)। তবে পরিকাঠামো তৈরির পাশাপাশি ভারতের সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা বা 'ওয়ার্কফোর্স রেডিনেস'।

কেপিএমজি-র এক সমীক্ষা অনুযায়ী, ৭৪ শতাংশ ভারতীয় সিইও মনে করেন, আগামী তিন বছরে কোম্পানির প্রবৃদ্ধি নির্ভর করবে কর্মীদের এআই দক্ষতার ওপর। এই সম্মেলনে নলেজ পার্টনার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এআই প্ল্যাটফর্ম 'CambrianEdge.ai'।

প্রতিষ্ঠানের সিইও হরজীব সিং একটি গুরুত্বপূর্ণ প্যানেল ডিসকাশন পরিচালনা করেন, যেখানে জিই হেলথকেয়ার, এইচসিএল টেক এবং লিঙ্কডইন-এর শীর্ষ নেতারা অংশ নেন। আলোচনায় উঠে আসে যে, বর্তমানে কেবল এআই সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান থাকাই যথেষ্ট নয়, বরং এআই-এর ফলাফল নির্ভুলভাবে যাচাই করার মতো দক্ষতা অর্জন করা জরুরি। এইচসিএল টেক আগামী দিনে তাদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে কাজ করছে, যেখানে কয়েক হাজার নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হবে।

সব মিলিয়ে, ৬৭.৫ বিলিয়ন ডলারের এই বিশাল বিনিয়োগের সফল রূপায়ন এখন ভারতের কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর নির্ভর করছে। হরজীব সিংয়ের মতে, ভারতের মেধা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকলেও দ্রুত কাজ করার সক্ষমতাই হবে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার প্রধান চাবিকাঠি। কর্মীদের এই রূপান্তরের সহায়তায় 'CambrianEdge.ai' তাদের এআই মার্কেটিং প্ল্যাটফর্মে অংশগ্রহণকারীদের জন্য ৩০ দিনের বিশেষ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে।

ক্যালিফোর্নিয়া অ্যালমন্ডের সঙ্গে ভ্যালেন্টাইনসে সুস্বাস্থ্য উপহার

কলকাতা: ভ্যালেন্টাইনস ডে এখন আর কেবল একদিনের আড়ম্বর বা দামী উপহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বর্তমানে উপহার দেওয়ার ধারণাটি আরও ব্যক্তিগত, চিন্তাশীল এবং দৈনন্দিন যত্নের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে। মানুষ এখন কেবল সঙ্গী নয়, বরং বন্ধু, পরিবার এবং নিজের জন্য এমন উপহার খুঁজছেন যা অর্থবহ হবে ও তাতে ব্যবহারিক বৈশিষ্ট থাকবে।

এই পরিবর্তনের ধারায় চকোলেট বা ফুলের বদলে ক্যালিফোর্নিয়া অ্যালমন্ড একটি আধুনিক ও স্বাস্থ্যকর বিকল্প হিসেবে উঠে এসেছে, যা স্বাদের সঙ্গে পুষ্টির এক অনন্য সমন্বয় ঘটায়।

সকালের জলখাবারে অ্যালমন্ড অন্তর্ভুক্ত করা এখন একটি জনপ্রিয় জীবনধারা হয়ে উঠেছে। ম্যাক্স হেলথকেয়ারের ডায়েটিক্স রিজিওনাল হেড ঋতিকা সমাদ্দার জানান, "প্রোটিন ও ফাইবার সমৃদ্ধ হওয়ায় আমি প্রতিদিন সকালে অ্যালমন্ড খাওয়ার পরামর্শ দিই। এটি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে এবং ওজন ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করে।" পুষ্টিবিদ শীলা কৃষ্ণস্বামী যোগ করেন যে, অ্যালমন্ড হার্টের স্বাস্থ্য ও ত্বকের ঔজ্জ্বলতা বজায় রাখতে অত্যন্ত কার্যকর। এটি এমন এক উপহার যা প্রতিদিনের সুস্থতা বজায় রাখতেব সাহায্য করবে।

বলিউড অভিনেত্রী সোহা আলি খান তাঁর অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়ে বলেন, "ক্যালিফোর্নিয়া অ্যালমন্ডের একটি বক্স ভ্যালেন্টাইনস'ডের চমৎকার উপহার হতে পারে। এতে থাকা ভিটামিন-ই এবং অ্যান্টি-এজিং উপাদান ত্বকের টেক্সচার উন্নত করতে এবং সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে সুরক্ষা দিতে সাহায্য করে।" উপহার দেওয়ার এই আধুনিক রীতি একদিনের উদযাপনকে প্রতিদিনের সুস্থ অভ্যাসে পরিণত করছে। প্রিমিয়াম গিফট বক্স হোক বা সকালের ঘরোয়া জলখাবার, ক্যালিফোর্নিয়া অ্যালমন্ডের মাধ্যমে ভালোবাসা প্রকাশ করা এখন আরও সহজ এবং কল্যাণের হয়ে উঠেছে।

৫০-এর পরেও ফিট থাকা সম্ভব, বলছেন বিশেষজ্ঞরা

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওজন কমানো যেন এক কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে ওঠে। হাঁটু ব্যথা, আঘাতের আশঙ্কা, সহনশীলতা কমে যাওয়া এবং ধীর বিপাক সব মিলিয়ে নিয়মিত ব্যায়াম অনেকের কাছেই ভীতিকর মনে হয়। বিশেষ করে যাঁদের বয়স ৫০-এর বেশি বা ওজন ৮০-১০০ কেজির মধ্যে, তাঁদের জন্য উচ্চ-প্রভাবের ওয়ার্কআউট বা কঠোর জিম সেশন ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।

তবে ফিটনেস বিশেষজ্ঞদের মতে, কার্যকর ওজন হ্রাসের জন্য কঠোর ব্যায়াম অপরিহার্য নয়। বরং কম প্রভাবের, সহজ ও ধারাবাহিক অনুশীলনই বেশি ফলদায়ক। ফিটনেস কোচ নেহা সম্প্রতি একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্টে এই বিষয়টি তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, হাঁটুর ব্যথা বা আঘাতের ভয়ে অনেকেই ব্যায়াম এড়িয়ে চলেন। অথচ শরীরকে অতিরিক্ত চাপ না দিয়ে নিয়মিত ও নিরাপদভাবে নড়াচড়া করাই হতে পারে স্থায়ী সমাধান। নতুন ও বয়স্ক উভয় শ্রেণির মানুষের জন্যই এই হোম ওয়ার্কআউট উপযোগী বলে জানান তিনি।

তিনটি সহজ ও কার্যকর ব্যায়াম

দাঁড়ানো হিল-টু-হিপ স্পর্শ

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে একবারে একটি পা ভাঁজ করে গোড়ালি নিতম্বে ছোঁয়ার চেষ্টা করুন। হাত সোজা ও সক্রিয় রাখুন। এই ব্যায়াম উরু ও গ্লুট পেশী সক্রিয় করে, অথচ হাঁটুর উপর অতিরিক্ত চাপ ফেলে না। যাঁদের জয়েন্টের সমস্যা রয়েছে, তাঁদের জন্য এটি বিশেষ উপকারী।

লো-ইমপ্যাক্ট জাম্পিং জ্যাক

প্রচলিত জাম্পিং জ্যাকের পরিবর্তিত রূপ। লাফ না দিয়ে, হাত ওপরে তোলার সময় এক পা পাশে সরান, তারপর পাশ বদলান। এটি ধীরে ধীরে হৃদস্পন্দন বাড়ায়, ক্যালোরি পোড়াতে সহায়তা করে এবং গাঁটে চাপ না দিয়েই সমন্বয় ক্ষমতা উন্নত করে

সাইড ওয়াক

নিয়ন্ত্রিত ভঙ্গিতে এক পাশ থেকে অন্য পাশে হাঁটুন। এই অনুশীলন নিতম্বের পেশী শক্তিশালী করে, ভারসাম্য বাড়ায় এবং জয়েন্টের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়তা করে, যা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কোচ নেহার পরামর্শ অনুযায়ী, প্রতিটি ব্যায়াম ২০ বার করে পাঁচ সেট করা যেতে পারে। তবে তিনি জোর দিয়ে বলেন, দ্রুত বা অতিরিক্ত কঠোর হওয়ার চেয়ে নিয়ম অনুযায়ী করাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন অল্প সময়ের জন্য হলেও ব্যায়াম করলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সহনশীলতা বাড়বে, ওজন কমবে এবং হাঁটু সুস্থ থাকবে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, ৫০ বছর পেরোনোর পর পেশীশক্তি কমে যায় এবং পেটের মেদ ঝরানো কঠিন হয়ে পড়ে। কম প্রভাবের ব্যায়াম পেশী শক্তিশালী রাখতে, রক্তসঞ্চালন উন্নত করতে, ফোলাভাব কমাতে এবং আঘাতের ঝুঁকি কমাতে সহায়তা করে।

সহজ পদ্ধতিতে বাড়িতেই সংরক্ষণ করুন কসুরি মেথি

কসুরি মেথি বা শুকনো মেথি পাতা রান্নাঘরে এক সুপরিচিত নাম। ডাল মাখানি, পনিরের তরকারি কিংবা বাটার চিকেনের মতো জনপ্রিয় পদে শেষে এক চিমটি কসুরি মেথি ছড়িয়ে দিলেই বদলে যায় রান্নার স্বাদ ও গন্ধ। বাজারে সহজলভ্য হলেও, ঘরেই খুব সহজে তৈরি করা যায় এই সুগন্ধি উপাদান।

কেন বানাবেন বাড়িতে?

বাজারের প্যাকেটজাত কসুরি মেথির তুলনায় বাড়িতে তৈরি কসুরি মেথির স্বাদ ও গন্ধ একেবারেই আলাদা এবং তা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপায়ে তৈরি। সঠিকভাবে সংরক্ষণ করলে এটি কয়েক মাস পর্যন্ত ভালো থাকে।

প্রস্তুত প্রণালি

ভালো পাতা বাছাই

তাজা, সবুজ ও কোমল মেথি পাতা বেছে নিন। হলুদ, শুকনো বা ক্ষতিগ্রস্ত পাতা ফেলে দিন। ভালো মানের পাতা ব্যবহার করলে স্বাদ ও ঘ্রাণ দীর্ঘস্থায়ী হবে।

পরিষ্কার করা

দুই থেকে তিনবার পরিষ্কার জলে মেথি পাতা ধুয়ে নিন। এতে ময়লা দূর হবে। এরপর একটি চালনি বা পরিষ্কার কাপড়ে ছড়িয়ে রেখে অতিরিক্ত জল ঝরিয়ে নিন। সঠিকভাবে শুকানো একটি পরিষ্কার সুতির কাপড়ের উপর পাতাগুলো সমানভাবে ছড়িয়ে দিন। অবশ্যই ছায়াযুক্ত ও বাতাস চলাচল করে এমন স্থানে শুকান। সরাসরি রোদে রাখবেন না। এতে রং ও প্রাকৃতিক সুগন্ধ নষ্ট হতে পারে। প্রতিদিন একবার করে পাতা উল্টে দিন যাতে সমানভাবে শুকায়। দুই থেকে তিন দিনের মধ্যেই পাতাগুলো সম্পূর্ণ শুকিয়ে ভঙ্গুর হয়ে যাবে।

গুঁড়ো করা ও সংরক্ষণ

সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে হাত দিয়ে আলতোভাবে চূর্ণ করে ছোট টুকরো করুন। একটি পরিষ্কার ও বায়ুরোধী কাচের জার বা পাত্রে ভরে রাখুন। খেয়াল রাখবেন, হাত যেন সম্পূর্ণ শুকনো থাকে, নাহলে আর্দ্রতা ঢুকে যেতে পারে। শীতল ও শুকনো স্থানে রেখে দিন। ভেজা চামচ ব্যবহার করবেন না। সঠিকভাবে সংরক্ষণ করলে ৪-৬ মাস অনায়াসে ভালো থাকবে।

ডাল, সবজি, গ্রেভি কিংবা নান-রুটি, শেষ মুহূর্তে এক চিমটি কসুরি মেথি মিশিয়ে দিন। এতে খাবারে আসবে রেস্তোরাঁ-স্টাইলের স্বাদ ও গন্ধ। যখনই বাজারে সাশ্রয়ী মূল্যে মেথি পাতা পাওয়া যায়, তখনই বেশি পরিমাণে তৈরি করে রাখুন। সামান্য যত্নে সারা বছর উপভোগ করুন ঘরোয়া কসুরি মেথির প্রাকৃতিক স্বাদ ও সুগন্ধ।

ফলাফল দেখার আগেই কেন ওজন কমানোর চেষ্টা ছেড়ে দেন অনেকে?

স্বাস্থ্যসচেতনতার এই যুগে নিয়মিত জিমে যাওয়া, ডায়েট শুরু করা কিংবা সকালের দৌড়, সবকিছুই শুরু হয় প্রবল উদ্দীপনা নিয়ে। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পরই অনেকের সেই উদ্যম হারিয়ে যায়। ওজন মেশিনে কাঙ্ক্ষিত সংখ্যা না দেখলেই থেমে যায় প্রচেষ্টা।

কেন এমন হয়?

ফিটনেস বিশেষজ্ঞ সুমিত দুবে জানান, জ্ঞানের অভাবের চেয়ে বড় বাধা হল অধৈর্য। তাঁর কথায়,"আজকের সমাজে আমরা সবকিছু দ্রুত চাই। দ্রুত ফল, দ্রুত পরিবর্তন। কিন্তু শরীরের রূপান্তর সময়সাপেক্ষ।"

শান্ত পর্যায়ে হাল ছাড়া

সুমিত দুবে জানান, অধিকাংশ মানুষ শুরুতেই হাল ছাড়েন না। প্রথমদিকে অনুপ্রেরণা তুঙ্গে থাকে। সমস্যা শুরু হয় সেই সময়ে, যখন নিয়মিত ব্যায়াম ও ডায়েট চালিয়ে যাওয়ার পরও দৃশ্যমান পরিবর্তন চোখে পড়ে না। স্কেলের কাঁটা নড়ে না, আয়নায় নাটকীয় বদল দেখা যায় না। মন তখন ধরে নেয়, 'কিছুই কাজ করছে না।' এই কর্ম ও ফলাফলের মাঝের ব্যবধানই সবচেয়ে বড় মানসিক ফাঁদ।

দ্রুত রূপান্তরের বিভ্রম

সামাজিক মাধ্যমে আগে-পরের চমকপ্রদ ছবি দেখে অনেকেই মনে করেন, কয়েক সপ্তাহেই বদলে যাবে শরীর। বাস্তবে অগ্রগতি খুব কমই সরলরেখায় হয়। মাঝেমধ্যে ওজন স্থির থাকে, শক্তি কমে যায়, এমনকি সাময়িকভাবে ফলাফল পিছিয়েও যেতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটিই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কিন্তু অনেকে প্রথমেই ছিটকে পড়েন।

তাৎক্ষণিক পুরস্কারের ফাঁদ

এর পিছনে রয়েছে স্নায়বিক কারণও। মানুষের মস্তিষ্ক তাৎক্ষণিক আনন্দকে প্রাধান্য দেয়। ব্যায়াম শুরু করলে প্রথমেই আসে অস্বস্তি, পেশির ব্যথা। খাদ্যাভ্যাস বদলালে প্রিয় খাবারের অভাব অনুভূত হয়। অথচ শক্তি বৃদ্ধি, সহনশীলতা, উন্নত বিপাকক্রিয়া এসব সুফল পেতে সময় লাগে। এই বিলম্বিত ফলাফল মস্তিষ্ককে বিভ্রান্ত করে। ফলে পুরনো আরামদায়ক অভ্যাসেই ফিরে যেতে চায় মানুষ।

ফলাফল মানে শুধু ওজন নয়

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সাফল্যের সংজ্ঞা বদলানো জরুরি। একসময় অসম্ভব মনে হওয়া একটি ওয়ার্কআউট সম্পূর্ণ করা, ভালো ঘুম হওয়া, সিঁড়ি ভাঙতে কম হাঁপানো এসবও বড় অর্জন। এই ছোট ছোট সাফল্য মস্তিষ্কে ইতিবাচক সংকেত পাঠায়, যা দীর্ঘমেয়াদি অভ্যাস গড়তে সহায়ক।]

স্কেলের বাইরেও অগ্রগতি

শুধু ওজন নয়, শরীরের পরিবর্তন ধরা পড়ে শক্তির মাত্রা, মেজাজ, পরিপাক, পুনরুদ্ধারের ক্ষমতা ও সহনশীলতায়। অনেক সময় দৃশ্যমান চর্বি কমার আগেই এই উন্নতিগুলো শুরু হয়। সুমিত দুবে বলেন, "স্কেল একটিমাত্র সূচক দেখায়। কিন্তু শরীরের পরিবর্তন বহুস্তরীয়।"

ধৈর্যই মূল চাবিকাঠি

ওজন কমানো বা ফিটনেস উন্নতি কোনো দ্রুত প্রকল্প নয়। এটি দীর্ঘমেয়াদি প্রতিশ্রুতি। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রত্যাশা বাস্তবসম্মত করা, ছোট সাফল্য উদ্যাপন করা এবং ধারাবাহিকতায় মনোযোগ দেওয়াই সাফল্যের পথ।

মানবিক ভাতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের দাবিতে শিলিগুড়িতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: মানবিক ভাতা বৃদ্ধি এবং স্থায়ী কর্মসংস্থানের দাবিতে শিলিগুড়ির মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করলেন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিরা। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার দপ্তরের সামনে জড়ো হন আন্দোলনকারীরা।

এই কর্মসূচির নেতৃত্বে ছিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনীর দার্জিলিং জেলা কমিটি। সংগঠনের পক্ষ থেকে জেলা সম্পাদক রাম প্রসাদ ভট্টাচার্য্য জানান, বর্তমানে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মাসিক মানবিক ভাতা এক হাজার টাকা। তাঁর অভিযোগ, এই সামান্য অর্থ দিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচ, ওষুধ ও যাতায়াত ব্যয় বহন করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। মূল্যবৃদ্ধির বাজারে বর্তমান ভাতা অপ্রতুল বলেই দাবি সংগঠনের। তাঁদের দাবি, অন্যান্য রাজ্যের অনুকরণে পশ্চিমবঙ্গেও মানবিক ভাতার পরিমাণ বাড়িয়ে মাসিক পাঁচ হাজার টাকা করতে হবে। পাশাপাশি দক্ষতা অনুযায়ী স্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ, সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পে অগ্রাধিকার এবং প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা যথাযথভাবে পৌঁছে দেওয়ার বিষয়েও জোর দাবি তোলা হয়।

আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণে ভাতা বৃদ্ধি হলেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মানবিক ভাতা দীর্ঘদিন ধরে অপরিবর্তিত রয়েছে। ফলে ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির বাজারে তাঁদের জীবনযাপন ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে।

এদিন বিক্ষোভ প্রদর্শনের পাশাপাশি প্রশাসনের কাছে একটি স্মারকলিপিও জমা দেন আন্দোলনকারীরা এবং এই বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার অনুরোধ জানান তাঁরা।

ভিলেজ ওয়ান গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের ফল নিয়ে আক্ষেপ মন্ত্রী উদয়ন গুহর

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: বিগত কয়েকটি নির্বাচনে আশানুরূপ ফল না মেলায় এবার প্রকাশ্যেই ক্ষোভ ও আক্ষেপ প্রকাশ করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, দিনহাটায় আয়োজিত একটি কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি জানান যে, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন এবং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ভিলেজ ওয়ান গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রত্যাশিত সাফল্য পায়নি।

মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বিশেষভাবে রাজ্য সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্প 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেন। তিনি দাবি করেন, মহিলা ভোটারদের আর্থিক সুরক্ষা ও সামাজিক স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করতে এই প্রকল্পের বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছিল, যার সরাসরি সুফল পেয়েছেন গ্রামীণ এলাকার অসংখ্য সাধারণ মহিলা।

উদয়ন গুহ আরও উল্লেখ করেন যে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প চালু হওয়ার আগে অনেক মহিলা ভোটার পায়ে হেঁটে ভোটকেন্দ্রে যেতেন। কিন্তু বর্তমানে এই প্রকল্পের আর্থিক সহায়তা পাওয়ায় তাঁদের যাতায়াত ব্যবস্থায় দৃশ্যমান পরিবর্তন এসেছে এবং তাঁরা এখন টোটো বা অন্যান্য যানবাহনে চড়ে ভোটকেন্দ্রে পৌঁছাচ্ছেন। তবে মন্ত্রীর আক্ষেপ, সরকারি এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করা সত্ত্বেও ভিলেজ ওয়ান গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নির্বাচনের ফলাফল তৃণমূল কংগ্রেসের অনুকূলে আসেনি; বরং সেখানকার জনমত ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) পক্ষেই গিয়েছে। এই নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণ করে মন্ত্রী আগামী দিনে এলাকায় দলীয় সংগঠনকে আরও শক্তিশালী ও সুসংগঠিত করার ওপর জোর দিয়েছেন। মন্ত্রীর এই অকপট স্বীকারোক্তি ও মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বর্তমানে উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা ও গুঞ্জন শুরু হয়েছে।

নিষিদ্ধ কফ সিরাপ পাচারকাণ্ডে ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন

সিতাই: কফ সিরাপ পাচারের অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করল সিতাই থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি সোমবার তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ এসকাফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার মহেশের পাঠ এলাকায় অভিযান চালায় সিতাই থানার একটি দল। তল্লাশি চালিয়ে স্বপন বর্মন (২৫) নামে এক যুবকের কাছ থেকে মোট ৭৬ বোতল অবৈধ এসকাফ কফ সিরাপ উদ্ধার হয়। ধৃতের বাড়ি মধ্য ভরালী এলাকায়। পুলিশের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই অভিযুক্ত ওই যুবক অবৈধভাবে নেশাজাতীয় কফ সিরাপ পাচারের সঙ্গে যুক্ত ছিল। উদ্ধার হওয়া সিরাপগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতকে গ্রেপ্তার করে তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। মঙ্গলবার অভিযুক্তকে কোচবিহার এনডিপিএস আদালতে তোলা হয়। এই পাচার চক্রের সঙ্গে আর কেউ জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে সঞ্জীব

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহারে বিজেপির ভাঙন অব্যাহত। দিনহাটা ২ নম্বর ব্লকের প্রাক্তন বিজেপি মণ্ডল সম্পাদক সঞ্জীব বর্মন আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক কাজে শামিল হতেই তাঁর এই দলবদল। আরও মানুষ এই দলে যোগ দেবেন বলে আশা তাঁর।

বাজেয়াপ্ত ইয়াবা, ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: গত ১৬ ফেব্রুয়ারি সোমবার ভেটাগুড়ি ওয়েলকাম এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে ২,৫০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করল দিনহাটা থানার পুলিশ। ঘটনায় গ্রেপ্তার আতিয়ার রহমান (৪২)। ধৃতের বাড়ি আটিয়াবাড়ি এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে একটি মাদক চক্র সক্রিয় ছিল। সেই চক্রের সঙ্গে আতিয়ারের যোগসূত্র রয়েছে বলে অভিযোগ। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে ঐদিন রাতে ভেটাগুড়ি ওয়েলকাম এলাকায় হানা দেয় পুলিশ। অভিযানে তাকে হাতেনাতে আটক করা হয় এবং তার কাছ থেকে ২,৫০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়। উদ্ধার হওয়া মাদকদ্রব্য বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার ধৃতকে আদালতে তোলা হলে বিচারক ৩ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

শুরু হল শিবমেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: শিবরাত্রি থেকে মেলা শুরু হল কোচবিহারের মাথাভাঙায়। ১৪ ফেব্রুয়ারি কোচবিহারের মাথাভাঙা পুরসভা পরিচালিত শতবর্ষ প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শিবরাত্রি মেলা উদ্বোধন হলো। ফিতা কেটে এই মেলার উদ্বোধন করেন মাথাভাঙা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রবীর সরকার। উপস্থিত ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ সাহা, কাউন্সিলর লক্ষপতি প্রামানিক সহ বিভিন্ন কাউন্সিলরগণ। পুরসভার তরফে জানিয়েছে, ১৫ দিন ধরে এই মেলা চলবে।

নকশালবাড়িতে সিকিম মহানন্দা এক্সপ্রেসের নতুন স্টপ চালু

নিজস্ব প্রতিবেদন

নকশালবাড়ি: গত ১৭ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার থেকে নকশালবাড়ি রেল স্টেশনে চালু হল সিকিম মহানন্দা এক্সপ্রেস-এর নতুন স্টপ। এবার থেকে আলিপুরদুয়ার-দিল্লিগামী এই দূরপাল্লার ট্রেনটি নকশালবাড়ি স্টেশনে দু'মিনিটের জন্য থামবে।

সেদিন সবুজ পতাকা দেখিয়ে নতুন স্টপেজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক আনন্দময় বর্মন সহ রেলের একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক। বাগডোগরা হয়ে ট্রেনটি নকশালবাড়ি স্টেশনে পৌঁছাতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হতে বহু মানুষ প্ল্যাটফর্মে জড়ো হন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাংসদ রাজু বিস্তা বলেন, নতুন এই স্টপ নকশালবাড়ি ও সংলগ্ন এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নে গতি আনবে। বিশেষ করে ছাত্রছাত্রী, পর্যটক এবং চিকিৎসার জন্য বাইরে যাওয়া সাধারণ মানুষের জন্য এটি অত্যন্ত সহায়ক হবে।

রেল সূত্রে খবর, এই সংযোজনের ফলে নকশালবাড়ি স্টেশনে মোট ৯টি ট্রেনের স্টপ থাকবে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস-এরও স্টপ নকশালবাড়িতে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন সাংসদ।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লরি দোকানে, প্রাণে বাঁচলেন চালক ও খালাসি

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ভোররাতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি পেঁয়াজ বোঝাই লরি সোজা গিয়ে ঢুকে পড়ল একটি গাড়ির পার্টসের দোকানের ভিতরে। ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর না মিললেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে দোকানের।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার ভোরে দিনহাটা-কোচবিহার রাজ্য সড়ক ধরে কোচবিহারের দিক থেকে দিনহাটার উদ্দেশ্যে আসছিল একটি পেঁয়াজ বোঝাই লরি। আনুমানিক ভোর পৌনে পাঁচটা নাগাদ পুঁটিমারি স্কুল সংলগ্ন এলাকায় এসে চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে লরিটি রাস্তার ধারে থাকা একটি গাড়ির পার্টসের দোকানে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কার তীব্রতায় দোকানের সামনের অংশ ভেঙে যায় এবং লরির সামনের অংশ দোকানের ভিতরে ঢুকে পড়ে।

দুর্ঘটনায় লরির চালক ও সহকারী অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান। তাঁদের তেমন গুরুতর আঘাত লাগেনি। তবে দোকানের সামনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি ভেতরে থাকা বহু যন্ত্রাংশ ও মালপত্র নষ্ট হয়েছে বলে অভিযোগ। ঐদিন, ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বিকট শব্দে ঘুম ভেঙে যায় স্থানীয় বাসিন্দাদের। তাঁরা বাইরে বেরিয়ে এসে দুর্ঘটনার ছবি দেখে হতবাক হয়ে যান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লরিটি সরানোর ব্যবস্থা করে এবং গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত।
● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96